NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পুরানো সেই দিনের কথা...

তৃণমূলের উপস্থিতিতে বাবা-মেয়েকে মার ৭

কলকাতা ৩১ জুলাই ২০২৪ ১৫ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.7.2024, Vol.18, Issue No. 52 8 Pages, Price 3.00

প্যারিসে ইতিহাস গড়লেন মনু ...

চলতি অলিম্পিকে দ্বিতীয় পদক পেল ভারত। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতল মনু ভাকের-সরবজ্যোত সিং জুটি। সেই সঙ্গে ইতিহাস গড়লেন মনু। স্বাধীনতার পরে একমাত্র ভারতীয় হিসাবে একই অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতলেন হরিয়ানার শুটার।

মোদির শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই: সরবজ্যোৎ এবং মনু ভাকেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন-'আমাদের শুটাররা আবারও দেশকে গর্বিত করল। মনু এবং সরবজ্যোতকে অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা দুর্দান্ত স্কিলের পাশাপাশি টিম গেম কেমন হয়, সেটাও দেখালেন। দেশ আপনাদের জন্য গর্বিত।' এরপরই মনুর জন্য বিশেষ বার্তা-'অলিম্পিকে টানা দ্বিতীয় পদক। ধারাবাহিকতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতার নিদর্শন।'

ঝাড়খণ্ডে ফের বেলাইন হাওড়া-মুম্বইগামী ট্রেন

মৃত ২, আহত ২০

রাঁচি, ৩০ জুলাই: ফের বেলাইন ট্রেন। মঙ্গলবার ভোর পৌনে চারটে নাগাদ ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাওড়া থেকে মুম্বইগামী হাওড়া-সিএসএমটি এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনার জেরে বেলাইন হয়ে যায় ট্রেনের অন্তত ১৮টি কামরা। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনের, আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী। আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ।

যে ১৮টি কামরা বেলাইন হয়েছে, তার মধ্যে ১৬টিই যাত্রিবাহী কামরা। বাকি দু'টির মধ্যে একটি ট্রেনের বিদ্যুৎ সংযোগের কামরা এবং অন্যটি প্যান্ট্রি কার। দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চক্রধরপুরে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। সিংভূম পশ্চিমের ডিসিকে উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছে, ১৮টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে এবং দুর্ঘটনার জেরে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২০ জন আহত হয়েছেন।

কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে রেলের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, যে জায়গায় মুম্বইগামী ট্রেনটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে, তার কাছেই একটি মালগাড়িও বেলাইন হয়েছে। তবে এই দু'টি দুর্ঘটনার মধ্যে কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। কেন দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখতে অনুসন্ধান শুরু করেছে রেল।

ঝাড়খণ্ডে রেল দুর্ঘটনার পর ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একাধিক স্টেশনে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। হাওড়া স্টেশনের জন্য ৯৪৩৩৩৫৭৯২০ ও ০৩৩২৬৩৮২২১৭, টাটানগর স্টেশনের জন্য ০৬৫৭২২৯০৩২৪, চক্রধরপুর স্টেশনের জন্য ০৬৫৮৭ ২৩৮০৭২, রৌরকেলা স্টেশনের জন্য ০৬৬১২৫০১০৭২ ও ০৩৩২৬৩৮২২১৭ এবং রাঁচি স্টেশনের জন্য ০৬৫১২৭৮৭১১৫ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর ওড়িশার বাহানগায় করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার ছবি এখনও আবছা হয়নি। সেখানেও একটি মালগাড়ির উপর উঠে গিয়েছিল করমণ্ডল এক্সপ্রেসের কামরা। তার পর চলতি বছরে নিউ জলপাইগুড়ির কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। এর পর অতি সম্প্রতি ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। এ বার ফের রেল দুর্ঘটনা ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরের কাছে।

দুর্ঘটনার পর দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ওমপ্রকাশ চরণ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোর ৩টে ৪৩মিনিটে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল ট্রেনটি। উদ্ধারকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি। এ ছাড়া আরও পাঁচ জন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক। তাঁদের চক্রধরপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৮০ শতাংশ যাত্রীকে বাসে চক্রধরপুর স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকি ২০ শতাংশ যাত্রীকে একটি বিশেষ ট্রেনে চক্রধরপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ চক্রধরপুর থেকে একটি বিশেষ ট্রেন যাত্রীদের নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেবে।

'রেলপথে অন্তহীন মৃত্যুমিছিল', কেন্দ্রকে আক্রমণে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ পূর্ব রেলের চক্রধরপুর ডিভিশনের বারাবাম্বু স্টেশনের কাছে হাওড়া সিএসএমটি মুম্বই মেল লাইনচ্যুত হয়। রেল সূত্রে খবর ওই ট্রেনটির মোট ১৮ টি কোচ লাইনচ্যুত হয়েছে যার মধ্যে ১৮ টা যাত্রীবাহী কোচ। মৃত ২, আহত হয় ২০ জন। এরপরই এক্স হ্যান্ডলে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে মমতা বলেন, 'আরও একটি ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। আমি সত্যিই প্রশ্ন করতে চাই এ কেমন সরকার ? প্রায় প্রতি সপ্তাহে দুঃস্বপ্নের এই ধারা চলছে। রেলপথে যে অন্তহীন মৃত্যুমিছিল চলছে, সেটা আর কতদিন সহ্য করতে হবে? ভারত সরকারের অপদার্থতার কি কোনও শেষ নেই?' রেলের তরফে ইতিমধ্যেই উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে দুর্ঘটনাস্থলে। সকাল থেকে এই দুর্ঘটনার মনিটরিং চলছে নবান্নের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পুলিসের ডিজি-এর সঙ্গে কথা হয়েছে। রাজ্য পুলিসের পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ডিজির সঙ্গে কথা হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ।

প্রকৃতির রোষানলে ভগবানের দেশ

ওয়েনাড়ে ধসে মৃত শতাধিক

ধ্বংসস্তূপে আটকে বহু, আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মোদির

তিরুঅনন্তপুরম, ৩০ জুলাই: প্রকৃতির রুদ্র রোষে গণবধ্যভূমি কেরল। কেরলের ওয়েনাড়ে মঙ্গলবার ভোরে ধস নেমে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০৬ জনের। চার ঘণ্টায় পর পর তিন বার ধস নামে এই পাহাড়ি এলাকায়। তার জেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিস্তৃত এলাকা। সেখানে এখনও ধসে চাপা পড়ে রয়েছেন শতাধিক মানুষ। এ দিকে রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় বহু এলাকায় পৌঁছতে পারেননি উদ্ধারকারীরা। ভারী বৃষ্টির কারণে আকাশপথেও উদ্ধার সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে, মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। মৌসম ভবন জানিয়েছে, এখনই ভারী বৃষ্টি থামছে না কেরলে। তাদের পূর্বাভাস, ১ অগস্ট, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হতে পারে রাজ্যে। প্রশাসনের উদ্বেগ, এই ভারী বৃষ্টির কারণে ব্যাহত হতে পারে উদ্ধারকাজ।

ওয়েনাড়ের মেপ্পাড়ির কাছে পাহাড়ি এলাকায় উদ্ধারকাজে নেমেছে স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসন-সহ জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যেরা। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ জানিয়েছে, নৌসেনাবাহিনীও উদ্ধারকাজে নেমেছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখন পর্যন্ত ২৫০ জনকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। আপাতত অস্থায়ী শিবিরে রয়েছেন তাঁরা। কেরলের মুন্ডাক্কাই, ছুরালমালা, আট্টামালা, নুলপুঝা এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু রাস্তা ধসে গিয়েছে। একটি সেতুও ভেঙে পড়েছে। সে কারণে, বহু জায়গায় এখনও পৌঁছতেই পারেনি উদ্ধারকারীরা। আবহাওয়া খারাপ থাকায় আকাশপথেও উদ্ধার সম্ভব হয়নি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা এএনআইকে বলেছেন, 'দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হেলিকপ্টার আনা হয়েছে। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে তাতে চেপে উদ্ধারকাজ সম্ভব হচ্ছে না।' তিনি জানিয়েছেন, ৭০ জন আহত হয়েছেন। হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনার বিভিন্ন ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, সুদৃশ্য উপত্যকা, চা-বাগান ছারখার হয়ে গিয়েছে। একের পর এক গাছ উপড়ে কাদাজলে ভেসে চলেছে। খেলনার মতো ভেঙে পড়ছে বাড়ি। বোল্ডারে আটকে রয়েছে গাড়ি। কোনও কোনও রাস্তায় বোল্ডার পড়ে থাকায় গাড়িতে চেপে উদ্ধারকাজে যেতে পারছে না পুলিশ-প্রশাসন।

প্রশাসন বলছে, এই এলাকায় লাগাতার ভারী বৃষ্টির কারণেই এই ধস নেমেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কেরলে ৩৭২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। মৌসম ভবনের পরিসংখ্যান বলছে, কোনও জায়গায় প্রতি ঘণ্টায় ১৬ থেকে ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে ধরা হয়, সেখানে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন মনে করছে, এই কারণেই ভোরবেলায় ধস নেমেছে কেরলের ওয়েনাড় জেলার পাহাড়ি এলাকায়।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বিজেপি কর্মীরা যাতে এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, তা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে নিশ্চিত করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে মৃতদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

বিজেপি সভাপতি নাড্ডা জানিয়েছেন, আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে দেহ বার করে আনাই এখন লক্ষ্য সরকারের। নাড্ডার কথায়, 'কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সাহায্যও সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই কাজ চলছে। প্রাথমিক লক্ষ্য হল, দেহ উদ্ধার এবং যাঁরা জীবিত রয়েছেন, তাঁদের প্রাণরক্ষা।' কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার এবং ত্রাণের জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

শোকপ্রকাশ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই: ওয়েনাড় দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা ওয়েনাড়ের প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধিও। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'মেপ্পাদির কাছে মর্মান্তিক ভূমিধসের ঘটনায় আমি মর্মাহত। এই ঘটনায় যে সব পরিবার তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন সেই শোকস্তব্ধ পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাই। প্রার্থনা করছি যারা এখনও আটকে রয়েছেন তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হবে।' পাশাপাশি কংগ্রেস সূত্রে খবর, রাহুল গান্ধি স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে যথাযথ সাহায্য করার। দলের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ কেসি বেণুগোপাল রাওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গোটা পরিস্থিতির নজর রাখার। রাহুল নিজেও ওয়েনাড়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। যদিও অধিবেশন চলার ফলে তা সম্ভব হবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না।

দু'দিন শোকপালন কেরলে, ৫ কোটি টাকা অর্থসাহায্য তামিলনাড়ু সরকারের

চেন্নাই, ৩০ জুলাই ওয়েনাড়ে ভূমিধসে শতাধিক মৃত্যুর পর মঙ্গল এবং বুধবার রাজ্যে শোকপালনের কথা ঘোষণা করল কেরল সরকার। মঙ্গলবার বিকালে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এই ঘোষণা করেন। কেরলের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে প্রতিবেশী তামিলনাড়ু। কেরলের ত্রাণ-তহবিলে পাঁচ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। উদ্ধার অভিযানে সহায়তার আশ্বাসও দেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী রাজ্যে উদ্ধারকাজে তৎপরতা আনতে তামিলনাড়ু ক্যাডারের দুই সিনিয়র আইএএস অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মিটল দ্বন্দ্ব, আজ থেকে শুটিং শুরু টলিপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বস্তি ফিরল টলিপাড়ায়। আজ থেকে শুরু শুটিং। সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়-টেকনিশিয়ান সমস্যা মেটাতে নবান্নে পৌঁছেছিলেন প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজক-অভিনেতা দেব অধিকারী, পরিচালক গৌতম ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সমাধানের ইঙ্গিত মিলল অবশেষে। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'দেখা হল, কথা হল, ভাল লাগল।' এর পরেই সমাজমাধ্যমে প্রসেনজিৎ লেখেন, 'দিদি অনেক ধন্যবাদ। আপনার সহযোগিতাতেই আমরা আগামিকাল আবার শুটিংয়ে ফিরব।' পাশাপাশি, সমস্ত প্রযোজক, পরিচালক, টেকনিশিয়ান, অংশীদারদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।

ইতিমধ্যে দেবও এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'খুব শীঘ্রই সব কিছু মিটে যাবে। সন্ধ্যার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আশা করছি,

বুধবার থেকেই শুরু হবে শুটিং। টেকনিশিয়ান, প্রযোজক থেকে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ।' খবর, সমাজমাধ্যমে দেবের এই ইতিবাচক বার্তা অনুযায়ীই সমাধানসূত্র মিলেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক অনুযায়ী, আজ থেকে টলিউড ফের কাজের মেজাজে। বড় পর্দা, ছোট পর্দা, সিরিজ; সব মাধ্যমের শুটিং শুরু হবে। রাহুল মুখোপাধ্যায় বসবেন পরিচালকের আসনেই। তবে তিনি শুটিং শুরু করবেন আরও সাত দিন পর। পাশাপাশি, ফেডারেশনের নিয়মকানুন নতুন করে খতিয়ে দেখতে একটি রিভিউ কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তিন মাসের মধ্যে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে গঠিত রিভিউ কমিটির কাছে নতুন নিয়মকানুন জমা দিতে হবে।

সোমবার দুপুরে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈঠকে বসেন পরিচালকেরা। তার পর বিকেলে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োয় সাংবাদিক বৈঠক করে ফেডারেশন। সন্ধ্যায় সেখানেই পাল্টা বৈঠকে বসে ডিরেক্টর্স গিল্ড। পরিচালকদের তরফে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল, রাজ চক্রবর্তী-সহ অনেকেই।

লোকসভায় পাল্টা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাজেটে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির প্রতি কোনও বঞ্চনা করা হয়নি বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। মঙ্গলবার লোকসভায় বাজেট বিতর্কের জবাবি বক্তৃতায় তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন। গত ২৩ জুলাই লোকসভায় বাজেট পেশ করেছিলেন নির্মলা। বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য ঢালাও বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে এই বাজেটকে 'সরকার বাঁচানোর বাজেট' বলে কটাক্ষ করছে বিরোধী দলগুলি। পাশাপাশি, বিরোধী শাসিত একাধিক রাজ্যের নাম বাজেট বক্তৃতায় না থাকায় 'বঞ্চনা'র অভিযোগ উঠেছে। গত ২৪ জুলাই নিয়ে রাজ্যসভায় বক্তৃতা করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'প্রতিটি বাজেটে দেশের প্রতিটি রাজ্যের নাম বলার সুযোগ থাকে না।' মঙ্গলবার পূর্বতন ইউপিএ সরকারের বিভিন্ন বাজেটের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন নির্মলা। তিনি বলেন, '২০০৪-০৫ সালের বাজেট বক্তৃতায় ১৭টি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সে সময়কার ইউপিএ সাংসদদের কাছে জানতে চাই, ওই ১৭টি রাজ্য কি কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য পায়নি? তাঁরা কি সে সময় এ প্রসঙ্গে সরব হয়েছিলেন?'

স্পিকারের অপসারণের দাবিতে জমা পড়ল প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে বিরোধী বিজেপি পরিষদীয় দল অপসারণের দাবি জানিয়েছে। এই মর্মে দলের ৫০ জন বিধায়কের স্বাক্ষরিত একটি অনাস্থা প্রস্তাব আজ বিধানসভার সচিবালয়ে জমা দেওয়া হয়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পরিষদীয় নেতৃত্ব বিধানসভার সচিব সুকুমার রায়ের হাতে ওই প্রস্তাবটি জমা দিয়েছেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে লাগাতার বৈষম্য করছেন বলে, ওই প্রস্তাবে অভিযোগ করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে রাজ্যের মানুষের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিষয় নিয়ে বিধানসভায় বিরোধীদের তরফে আলোচনার জন্য মুলতবি প্রস্তাব নিয়ে আসা হলেও অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তা খারিজ করে দিয়েছেন। অধ্যক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেই তিনি শাসক দলের সদস্যদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনার জন্য প্ররোচিত করেছেন বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। সরকারের নীতি বা ভূমিকার সমালোচনা করারও কোনো অবকাশ অধ্যক্ষ দিচ্ছেন না বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

জামিন পেলেন অনুব্রত, তবে এখনই জেলমুক্তি নয়

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই: অবশেষে জামিন পেলেন অনুব্রত মণ্ডল। জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। গোরু পাচারের অভিযোগে সিবিআই-এর করা মামলায় তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করার শর্তে জামিন মঞ্জুর করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চ। তবে জামিন পেলেও এখনই জেলমুক্তি নয় অনুব্রতর। ইডির মামলায় তিনি এখনও তিহার জেলেই থাকবেন। এদিনের শুনানির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, এই গোটা মামলায় এখনও পর্যন্ত সিবিআই ট্রায়াল বা বিচারপ্রক্রিয়া শুরুই করতে পারেনি। সেই বিষয়টা আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে। এদিন সুপ্রিম কোর্ট এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে, তদন্তে সহযোগিতা না করলে আবারও গ্রেপ্তার করা হবে অনুব্রতকে। মঙ্গলবারের শুনানিতেও অনুব্রতর জামিনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবশালী তকমাই বারবার কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সিবিআই-এর তরফে আইনজীবী এসভি রাজু, অ্যাডিশনাল সলিসেটর জেনারেল এই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করেন। কতটা প্রভাবশালী সেটা বোঝানোর জন্য সিবিআই সওয়াল করে, অনুব্রত জেলে থাকাকালীনই ফোন করেছিলেন মনীশ কোঠারিকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী
গত 26/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5030 নং এফিডেভিট বলে Soma Chowdhury ও Soma Ghosh W/o. Aloke Kumar Ghosh D/o. Ram Kinkar Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী
গত 27/03/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 4315 নং এফিডেভিট বলে আমি Kamal Krishna Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bipad Bhanjan Biswas ও B. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী
গত 19/03/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 4030 নং এফিডেভিট বলে Dinanath Malik S/o. Panchu Charan Malik ও Dina Nath Malick S/o. P. C. Malick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী
গত 29/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10068 নং এফিডেভিট বলে Srikanta Manna S/o. Shibu Manna ও Shrikanta Manna S/o. S. Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী
গত 30/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10243 নং এফিডেভিট বলে আমি Najir Hosen Mallick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abu Bakkar Mallick ও Abu Bakkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী
গত 05/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8709 নং এফিডেভিট বলে Shaik Kamal Hasan S/o. Shaik Abdul Kaiyum ও Sk Kamal Hasan S/o. Sk A. Kayum সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী
গত 26/08/22 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 54 নং এফিডেভিট বলে আমি Sri Raghunath Roy S/o. Sudhir Roy ও Sri Raghunath Kewra S/o. S. Kewra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী
গত 29/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5082 নং এফিডেভিট বলে আমি Uttam Kumar Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nikhil Ranjan Pal ও N. R. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী
গত 29/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 84 নং এফিডেভিট বলে আমি Tanmoy Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Saumen Mukherjee ও S. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

Monalisa B.Ed College of Higher Education
Kashimpur, Duttapukur
Wanted Liberian as per NCTE norms.
Apply within 7 days Email-
carriermonalisab.edcollege@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF EDUCATION
Naul, Shyampur, Howrah
Wanted
Applications are invited for the post of Asst. Prof. in Education & Maths. for B.Ed. and Maths. & Librarian for D.El.Ed. within 7 days:- iie3620@gmail.com Eligibility as per NCTE Norms.
Ph-9830400916 / 9674834107

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩১ শে জুলাই। ১৫ ই শ্রাবণ। বুধবার। একাদশী(কামিকা) তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি মহাদশা কাল ও বিংশত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হব।

(আজ কামিকা একাদশী তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী
গত 29/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10071 নং এফিডেভিট বলে Sk Asgar Ali S/o. Sk Akbar Ali ও Asgar Ali S/o. A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী
গত 28/06/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 04 নং এফিডেভিট বলে আমি Lakshmikanta Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Fatik Chandra Pal ও F. Ch. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী
গত 29/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10065 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhra Prakash Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Narayan Chandra Ghosh ও M. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী
গত 30/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10246 নং এফিডেভিট বলে Pratap Kumar Choudhury S/o. Pravash Chandra Choudhury ও Pratap Chowdhury S/o. P. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী
গত 30/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10247 নং এফিডেভিট বলে Kaushik Chakraborty S/o. Moloy Chakraborty ও Koushik Chakraborty S/o. Lt. M. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME
I Rahul Podder S/o. Rajat Kumar Poddar residing at 10, Baranashi Ghosh 2nd Lane, Kolkata-700 007 shall hence-forth be known as Rahul Poddar as declared before the first class Judicial Magistrate, Sealdah Court vide affidavit dated **29.07.2024.** Rahul Podder and Rahul Poddar both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Ismail Ahammad son of Mainuddin Ahammad, R/O - Vill- Belgram, P.O- Panchthupi, P.S- Burwan, Dist- Murshidabad,Pin - 742161, State- West Bengal. Hence, declare that my Date of Birth is 31/05/2008 which was wrongly mentioned as 15/11/2006 and has now been updated to 31/05/2008 vide new Birth Certificate number - B/2024/0968312 and has been put forward to the Judicial Magistrate 1st Class,Kandi,MSD vide affidavit number- 98AB 419542 also my mother's name which was wrongly mentioned as Badrunnessa Ahammad has now been rectified and updated as Chowdhury Badrunnessa vide the same Affidavit as mentioned above.

দলিল হারিয়েছে
বিষয় : মূল উল্লেখ্য দলিল নং ১-৮৫২-২০১১ সালের, এডিএসআর, হাঁসচারা -হারিয়ে গিয়েছে।
আমি অসীম কুমার জানা, পিতা সন্তোষ কুমার জানা, সাকিন : গ্রাম : সালিকা দামোদরপুর, পো : হরিদাসপুর, থানা : তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬৫৩ জানাইতেছি যে, ১৫/০৭/২০২৪ তারিখে আনুমানিক সকাল ৮.৩০ টায়, আমি এক জেরক্স দোকানে যাই সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলের নং ১-৮৫২-২০১১ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাঁসচারা অফিস তারিখ ১৮/০২/২০১১, আলপনা মান্না এবং গুরুপদ মান্নার নামে, গ্রাম : মাজনাবেড়িয়া, থানা : চণ্ডীপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ এর ফটো কপি করাতে। মোটর সাইকেলে গৃহে ফেরার পথে দুর্ভাগ্যবশত কোথাও পড়ে যায়।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৯৪৪, তারিখ ১৭/০৭/২০২৪, তমলুক থানায় দায়ের করা হয়।
কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নথি পেয়ে থাকলে, অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে : উজ্জ্বল রঞ্জন, বিএম পিএনবি অনন্তপুর, গ্রাম : অনন্তপুর, পো : হরিদাসপুর, থানা : তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬৫৩, মোবাইল যোগাযোগ নং : ৯৮৫২২৫৭৩৯০

বিজ্ঞপ্তি
In the Court of the District Delegate, Midnapore, District- Paschim Medinipur.
LAD Case No-08/2023
Smty. Snehamoyee Ghosh & others .... Petitioners.
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পঞ্চানন ঘোষ, পিতা- ঁঅঘোর চন্দ্র ঘোষ, সাং- ধীতপুর, পোঃ-চাঙ্গুয়াল, থানা-খড়গপুর (লোকাল), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর তাহার জীবদ্দশায় তপশীল সম্পত্তির বিষয়ে গত ইং- ১০.০১.২০০৮ তারিখে ৪/২০০৮ নং উইল দরখাস্তকারীগন ও প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষ প্রঃ প্রদ্যুৎ ঘোষ এদের বরাবর সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চানন ঘোষ গত ইং- ১৬.০৪.২০১৪ তারিখে বি.সি. রায় টেক হসপিটাল, আই. আই. টি খড়গপুর-এ পরলোক গমন করায় এবং প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষ প্রঃ প্রদ্যুৎ ঘোষ ইং-২৩.০৭.২০১২ তারিখে পরলোক গমন করায় দরখাস্তকারীগন উক্ত উইল মোতাবেক সম্পত্তি পাওনের জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।
"A" তপশীল সম্পত্তি যাহা ১নং দরখাস্তকারিনী স্নেহময়ী ঘোষ পাইবে। জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-খড়্গপুর লোকাল, মৌজা- ধীতপুর, জে.এল নং- ৩০৪, খতিয়ান নং-১০২, আর. এস. খতিয়ান নং-৮২/৫৬, দাগ নং-৫৩২, জল, পরিমান ৬০ ডেঃ।
"B" তপশীল সম্পত্তি যাহা ২নং দরখাস্তকারী বিপ্লব কুমার ঘোষ পাইবে। জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-খড়গপুর (লোকাল), মৌজা- ধীতপুর, জে এল নং- ৩০৪, খতিয়ান নং-১০২, আর.এস. খতিয়ান নং- ৮২/৫৬, দাগ নং- ৬০২, বাস্তু, পরিমান ২২ ডেঃ, দাগ নং-৬০৫. জল, পরিমান- ২৬ ডেঃ। তৎসহ একটি মাটির দেওয়াল ও টিন ছাউনি বাড়ী সহ আসবাবপত্র ও বই সমূহ।
"C" তপশীল সম্পত্তি যাহা ৩নং দরখাস্তকারী পবিত্র কুমার ঘোষ প্রঃ পবিত্র ঘোষ পাইবে। জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর (লোকাল), মৌজা-ধীতপুর, জে. এল. নং- ৩০৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৭, আর. এস. খতিয়ান নং- ১২০, দাগ নং-৫৯৮, জল, পরিমান ৫৫ ডেঃ।
"D" তপশীল সম্পত্তি যাহা দরখাস্তকারীগন একত্রে পাইবে। জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর (লোকাল), মৌজা- ধীতপুর, জে.এল নং-৩০৪, খতিয়ান নং-১০২, আর. এস. খতিয়ান নং-৮২/৫৬, দাগ নং-৬১৯, জল, পরিমান- ২৬ ডেঃ।
অনুমত্যানুসারে;
Laxman Sing
সেরেস্তাদার,
ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫/৭/২৪

বিজ্ঞপ্তি
সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যে ডিএসআর- ।।, হাওড়া নিবন্ধিত বুক- ।, ভলিউম ০৫১৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৭৯৫৯৯ থেকে ১৭৯৬৬০, নং ০৫১৩০৬৬৯৯, সন-২০২৩ দলিলের মাধ্যমে **বেঙ্গল রিজেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, পক্ষে ডিরেক্টর শ্রী সুশীল কুমার বান্থিয়া পিতা কানহাইয়ালাল বান্থিয়া, ২১ এ সুলতান আলাম রোড সুইস রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নম্বর ৩এ, পোস্ট ও থানা চারু মার্কেট কলকাতা,** আরএস দাগ নং ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৯, ৬৮৬, ৭১৯, ৭২০, ৭৩০, ৭৩১, এলআর দাগ নং ৩৮৯, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৯, ৬৯৩, ৭২৬, ৭২৭, ৭৩৭, ৭৩৮, এলআর খতিয়ান ৪৭৫, মৌজা-সলপ, জেএল ৫২, থানা-ডোমজুড়, পিন-৭১১৪০৯ এর অধীনে ৮.৯১৩৮ ডেসিমেল জমি ক্রয় করেন **নিমাই চন্দ্র নস্কর, পিতা মৃত জীবন চন্দ্র নস্কর, সলপ, পোস্ট-সলপ, থানা ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪০৯, কৈলাস চন্দ্র নস্কর, পিতা মৃত জীবন চন্দ্র নস্কর, সলপ, পোস্ট-সলপ, থানা-ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪০৯, বিকাশ নস্কর, পিতা মৃত জীবন চন্দ্র নস্কর সলপ, পোস্ট-সলপ, থানা-ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪০৯, রেবা নস্কর, স্বামী বটুনাথ নস্কর, ১নং দেবীরপাড়া, পোস্ট-চামরাইল, থানা-লিলুয়া, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১১১৪, বিভা রায়, স্বামী ভবতোষ রায়, ধুলাগুড়ি, পোস্ট-ধুলাগুড়ি, থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৩০২** থেকে। নিমাই চন্দ্র নস্কর এবং অন্যান্যদের দ্বারা নিযুক্ত অ্যাটর্নি আজিজুল ইসলাম সর্দার, পিতা ফজলুল ইসলাম সর্দার, গ্রাম খান্তোরা পূর্বপাড়া, পোস্ট-খান্তোরা, থানা-ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৪১১, এডিএসআর ডোমজুড় নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিযুক্ত এবং বই-।, ভলিউম ০৫০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬২৬৩৬ থেকে ৬২৬৫২, নং ০৫০৪০২৬৫০, সন-২০২৩ এ নথিভুক্ত-এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। যে কোন ব্যক্তির উপরোক্ত সম্পত্তির উপর যেকোন ধরনের আপত্তি, দাবি, যে কোন প্রকৃতির দাবি থাকলে উপযুক্ত নথি সমেত **ডোমজুড় বিএল অ্যান্ড এলআরও, হাওড়া** অফিসে জানাতে হবে। এই প্রকাশনার তাৎক্ষনিক পর ব্যর্থ হলে এমন কোন দাবি / আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।
ধন্যবাদান্তে
আপনাদের বিশ্বস্ত
স্নিগ্ধা বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট)
৭/২ বীরপাড়া লেন, পুষ্কর অ্যাপার্টমেন্ট
২য় তল, ফ্ল্যাট নং. ৩সি, কলকাতা-৭০০০৩০
মোবাইল নং. ৬২৯১৩৬৮৯৫৯

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
১) **শ্রীমতী সেবা সিনহা ওরফে সেবা সিনহা (ঘোষ)** স্বামী- শ্রী পীযুষ কান্তি সিনহা সাকিম ফটকগোড়া, ব্যানার্জ্জী বাগান, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-712136, ২) **শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষ** স্বামী- শ্রী বিশ্বম্ভর ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর, শরৎ পার্ক, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, ৩) **শ্রীমতী সঞ্চিতা নিয়োগী ওরফে সঞ্চিতা নিয়োগী (ঘোষ),** স্বামী- শ্রী ইন্দ্রজিৎ নিয়োগী, ৪) **শ্রী শুভময় ঘোষ** পিতা- স্বর্গীয় দীনবন্ধু ঘোষ ৩নং ও ৪নং এর সাকিম ইডেন পার্ক লেন নং-৪, মানুষপুর, পোঃ মানুষপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, ৫) **শ্রীমত্যা কবিতা ঘোষ** স্বামী- স্বর্গীয় মানব ঘোষ, ৬) **শ্রী অরন্য ঘোষ** পিতা- স্বর্গীয় মানব ঘোষ, ৫ ও ৬ নং এর সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, বিগত ইং-29/05/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী অফিসে I-4845/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার ঘোষ ওরফে অশোক ঘোষ** পিতা- স্বর্গীয় দীনবন্ধু ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5144/2024 নং দলিল মূলে Sri Rahul Mishra S/o. Late Mathura Mishra মহাশয়কে বিক্রয় করেন।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল.-3, হাল এল. আর 1406 (সেবা সিনহা(ঘোষ)), 1407 (সুস্মিতা ঘোষ), 1408 (সঞ্চিতা নিয়োগী(ঘোষ)), 1411 (শুভময় ঘোষ), 3242 (কবিতা ঘোষ) ও 3243 (অরন্য ঘোষ) খতিয়ানে, সাবেক আর.এস 873 ও হাল এল.আর 945 দাগে বাগান জমি ষোল আনায় 96 শতকের মধ্যে 60 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। তন্মধ্যে 1 কাঠা 8 ছটাক উপরোক্ত ক্রেতা Sri Rahul Mishra S/o. Late Mathura Mishra মহাশয়কে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, Rahul Mishra উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার Hearing No. MN/2024/0601/4848, at BLLRO-MOGRA-CHUNCHURA, Hooghly on 31/07/2024 - 11.00 am. ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
১) **শ্রীমতী কাজল দাস** স্বামী- শ্রী তারাপদ দাস পিতা প্রয়াত জয়দেব দাস সাকিম বারেকপুর, নওপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, ২) **শ্রীমত্যা বাসন্তী বাগ** স্বামী- প্রয়াত সমর বাগ পিতা প্রয়াত জয়দেব দাস সাকিম এস.পি.লেন বাগ পাড়া, তেলেনী পাড়া, পোঃ তেলেনী পাড়া, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৫, ৩) **শ্রী শিশির দাস** পিতা- প্রয়াত জয়দেব দাস সাকিম পুরাতনপোতা, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৮, ৪) **শ্রীমতী শম্পা সমীর সামন্ত ওরফে শম্পা সামন্ত** স্বামী- শ্রী সমীর সামন্ত পিতা প্রয়াত জয়দেব দাস সাকিম বি.২১২ শিল্পা এ্যাপার্টমেন্ট নবগড় রোড, পোঃ পূর্ব ভায়েন্ডার, থানা ভায়েন্ডার, জেলা থান, মহারাষ্ট্র, পিন-৪০১১০৫, ৫) **শ্রী চিরঞ্জিত দাস** পিতা- প্রয়াত অশোক দাস সাকিম পুরাতনপোতা, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৮, ৬) **শ্রীমতী কবিতা মান্না** স্বামী- শ্রী অশোক মান্না পিতা প্রয়াত অশোক দাস সাকিম শেওড়াপাড়া, কানানদী পোঃ কানানদী থানা ধনিয়াখালী জেলা হুগলী, পিন-৭১২৩০৩, বিগত ইংরাজী ১৪/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া হুগলী অফিসে I-৫৪৬১/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী অলোক দাস,** পিতা- ঁজয়দেব দাস সাকিম পুরাতনপোতা, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৮) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ডি.এস.আর- II, হুগলী অফিসে ২৮/০৬/২০২৪ তারিখে I-১২৬১/২০২৪ নং দলিল মূলে **শ্রীমতী টুম্পা বিশ্বাস** স্বামী- শ্রী সমীর বিশ্বাস সাকিম পশ্চিম সেখপাড়া, পোস্ট ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮ মহাশয়াকে ১৫ শতক বিক্রয় করি।
তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আলিখোজা, জে.এল নং ৪৩, হাল ২০৬ নং খতিয়ানে আর এস তথা হাল এল আর ৩২৩ নং দাগে ডোবা জমি ষোল আনায় ১৫ শতক আমমোক্তারকৃত ও নিজ সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, টুম্পা বিশ্বাস স্বামী সমীর বিশ্বাস উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়ার, ব্যান্ডেল অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার **মিউটেশন কেস নং ৬১২৯/২০২৪ তাং ২৯/০৭/২০২৪,** ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি - **অলোক দাস**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
শ্রী গৌতম রায়, পিতা – ঁদেবব্রত রায়, সাকিম- এস. এন মজুমদার রোড বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী, থানা মগরা, জেলা – হুগলী, পিন-৭১২৫০৩, বিগত ইং-09/12/2021 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে I-1626/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী শঙ্কর দাস** পিতা- ব্যাসদেব দাস সাকিম বাঁকিপুর, পোঃ সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন-712123) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 01/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7189/2024 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী চপলা দাস** স্বামী- শ্রী সহদেব দাস সাকিম- বাঁকিপুর, পোঃ- সোমড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন-712123 মহাশয়াকে 05 শতক বিক্রয় করি।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা বাঁকিপুর, জে.এল.-36, হাল এল. আর 733 নং খতিয়ানে, আর. এস. তথা এল. আর. 192 দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় 34 শতকের মধ্যে 0.1470 অংশে 05 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত ক্রেতা **শ্রীমতী চপলা দাস** নিজ খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. বলাগড় অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি-**শ্রী শঙ্কর দাস**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
শ্রীমতী কনিকা নাথ স্বামী শ্রী দুলাল নাথ, সাং- নাড়ুয়া পঞ্চাননতলা পোস্ট ও থানা- চন্দননগর জেলা- হুগলী পিন ৭১২১৩৬। ইং ১৫/০৯/২০০৯, তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আই ভি নং ২৩৩ /২০০৯ আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে অর্থাৎ **শ্রী মুক্ত রায়** পিতা- স্বর্গীয় নিমাই চন্দ্র রায় সাং - ২৭/এ ভট্টাচার্য গার্ডেন রোড, নবগ্রাম, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর , জেলা হুগলী পিন - ৭১২২০৩ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।
তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা - পোলবা, মৌজা- পায়রাডাঙ্গা জে: এল- ৭৮, হাল খতিয়ান – ২৭৪, আর এস ও হাল ৪৩১ দাগে শালি ১, ষোল আনায় ২৮ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে পোলবা-দাদপুর বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে।
ইতি- **শ্রী মুক্ত রায়**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা
১) সেখ গিয়াস উদ্দিন ২) সেখ রিয়াজ উদ্দিন উভয়ের পিতা সেখ সামসুল আলম সাং- দামপুর, আমড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২১৪৯, বিগত ইং- 16/09/2022 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-5452/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**সেখ কামাল হাসান** পিতা- সেখ সামসুল আলম সাং- দামপুর, আমড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২১৪৯)ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-2667/ 2023** নং দলিল মূলে **আজাহার সেখ** পিতা- উসমান সেখ মহাশয়কে এবং পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-0902/ 2023** নং দলিল মূলে **সেলিমা সেখ** স্বামী- আজাহার সেখ মহাশয়/মহাশয়া-কে বিক্রয় করি।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া, জে.এল.-119, হাল এল. আর 581 ও 582 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 148 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 34 শতকের মধ্যে 8.20 শতক, সাবেক ও হাল 149 দাগে ভিটি ষোল আনায় 03 শতকের মধ্যে 01 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আজাহার সেখ ও সেলিমা সেখ উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি-**সেখ কামাল হাসান**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জেলা হুগলী চুঁচুড়াস্থিত জেলা ভুমি ও ভুমি সংস্কার আধিকারিক
এল. আর. আপিল নং – ২৭৫/২০২৩
শ্রীমতী সন্ধ্যা নন্দী দিং
বনাম
বি. এল. এবং এল. আর. ও., জাঙ্গিপাড়া দিং
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সন্ধ্যা নন্দী দিং,** জেলা - হুগলী, থানা – জাঙ্গিপাড়া, জে. এল. নম্বর – ৬১, প্রসাদপুর মৌজা মৌজাস্থিত ১৩৮/১৮১৯ নম্বর দাগ লইয়া উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা আইন মোতাবেক একতরফা আদেশ প্রচারিত হইবে এবং যথাবিধ আদেশ হইবে।
স্বা/- রুমকী দত্ত
(অ্যাডভোকেট)
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

E-TENDER
E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 02/CFC UNTED/2024-2025 (2nd call), 05/CFC UNTED/ 2024-2025, 06/CFC UNTED & TIED/2024-2025,** Last date of submission accordingly **05.08.24 & 17.08.24 up to 9a.m. & 07.08.24 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯১২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৮৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৫৬৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

মুম্বই এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনার পর যাত্রী সাধারণের কথা ভেবে হাওড়া স্টেশনে খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন শিল্পকে উৎসাহ দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন শিল্পকে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। আগামী মাসে কলকাতায় এরাজ্যে উৎপাদিত ফল-ফুল, সবজি নিয়ে উৎসবের আয়োজন করা হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরের উদ্যোগে আগামী ৯ আগস্ট থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই ফুড অ্যান্ড ফ্রুট ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে বলে ওই দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান তৈরিই এই উৎসবের লক্ষ্য। এই ধরনের কারখানা তৈরির বিষয়ে সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য তিনদিনের উৎসবের সঙ্গে দু'দিনের শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন শিল্পের সম্ভাবনার দিকগুলি তুলে ধরতে প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হবে। যেখানে ফল-ফুল, সবজি, ভেষজ দ্রব্যের পাশাপাশি এই সব জিনিস সংরক্ষণের উপায়, রফতানির উপযোগী প্যাকেজিং ব্যবস্থাকেও তুলে ধরা হবে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের মোয়া, উত্তরবঙ্গের কালো নুনিয়া চালও জিআই পেয়েছে। ওড়িশাকে টপকে জিআই আদায় করে নিয়েছে বাংলার রসগোল্লা। এবার বারুইপুরের পেয়ারার পালা। এবার বাংলার ভিত্তিকে সামনে রেখে লগ্নির আহ্বান।খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরের আধিকারিকদের দাবি, ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কেন্দ্র বাংলার বুকে অনেক বড় মাপের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। কেননা, বাংলার আম, জামরুল, লিচু, পেয়ারা, কলা খুবই সুস্বাদু। বাংলা থেকে প্রতি বছর এইসব ফল দেশের অনান্য রাজ্যের বাজারে তো যায়ই সেই সঙ্গে বিদেশের বাজারেও প্রতি বছরে রফতানি হয়। সেই রফতানির পরিমাণও আস্তে আস্তে বাড়ছে। আবার পাঁশকুড়া, বাগনান, রানাঘাট এলাকার ফুলচাষের খ্যাতি জগৎজোড়া। দেশ-বিদেশে তা রফতানি হয়। পাশাপাশি বাংলার সবজি, চা ও মধুরও ভালো দাম মেলে বিদেশের বাজারে। কিন্তু এই সব ফল, সবজি, চা, ফুলের ওপর বাংলার বুকে শিল্প সেভাবে গড়ে ওঠেনি। মুখ্যমন্ত্রী সেই দিকেই এখন সব থেকে বেশি নজর দিতে চান। সেক্ষেত্রে এই ধরনের শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বাণের জন্যই এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে যাতে সেই সব শিল্প গড়ে উঠে বাংলায় কর্মসংস্থানের দরজাটাও খুলে যায়।

প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের মিছিল ধর্মতলায়।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে ভাটপাড়ায় সিটুর মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার ভাটপাড়ায় প্রতিবাদ মিছিল করল সিটুর পথ হকার্স ইউনিয়ন। এদিন বেলায় সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভাটপাড়া পুরসভার সামনে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সিটু কর্মীরা। তারপর উচ্ছেদের প্রতিবাদে পুরসভার সামনে থেকে ঘোষপাড়া রোড ধরে কাঁকিনাড়া কাছারি রোড মোড় পর্যন্ত তারা মিছিল করে। মিছিল শেষে পুরসভার চেয়ারপার্সনের কাছে সিটুর প্রতিনিধিরা স্মারকলিপি জমা দেন। সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুনর্বসন দিয়েই হকার উচ্ছেদ করতে হবে। হকারদের পেটে লাথি মারা যাবে না। হকারদের লাইসেন্স দিতে হবে।' এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় গড়িয়া হাট মোড়ের কাছে উচ্ছেদের প্রতিবাদে সবজি বিক্রি করেছিলেন। এখন উনিই হকার উচ্ছেদ করছেন।' তাঁর দাবি, আগে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করে তারপর পুনর্বাসন দিয়ে হকার উচ্ছেদ হবে। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তার ধারে শুধু তৃণমূলের পার্টি অফিস, ওয়ার্ড অফিস থাকবে। কিন্তু বিরোধীদের কোনও পার্টি অফিস থাকবে না। এটা হতে পারে না।' যদিও উচ্ছেদ নিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'ভাটপাড়ায় কোথাও উচ্ছেদ করা হয়নি। মানুষ স্বেচ্ছায় সরকারি জমিতে থাকা দোকানপাট ভেঙে দিয়ে জায়গা খালি করে দিচ্ছেন। সরকারি জমি দখল করে থাকা হকারেরা নিজেরাই জায়গা খালি করে দিচ্ছেন।'

কেজরির মুক্তির দাবিতে আপ সমর্থকদের বিক্ষোভ রানী রাসমণি রোডে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৩১ জুলাই ২০২৪ ১৫ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার

জামিন পেলেন অনুব্রত, তবে এখনই মুক্তি নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে জামিন পেলেন অনুব্রত মণ্ডল। জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। গরু পাচারের অভিযোগে সিবিআই-এর করা মামলায় তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করার শর্তে জামিন মঞ্জুর করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চ। তবে জামিন পেলেও এখনই জেলমুক্তি নয় অনুব্রতর। ইডির মামলায় তিনি এখনও তিহাড় জেলেই থাকবেন। এদিনের শুনানির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, এই গোটা মামলায় এখনও পর্যন্ত সিবিআই ট্রায়াল বা বিচারপ্রক্রিয়া শুরুই করতে পারেনি। সেই বিষয়টা আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে। এদিন সুপ্রিম কোর্ট এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে, তদন্তে সহযোগিতা না করলে আবারও গ্রেফতার করা হবে অনুব্রতকে।

মঙ্গলবারের শুনানিতেও অনুব্রতর জামিনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবশালী তকমাই বারবার কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সিবিআই-এর তরফে আইনজীবী এসভি রাজু, অ্যাডিশনাল সলিসেটর জেনারেল এই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করেন। কতটা প্রভাবশালী সেটা বোঝানোর জন্য সিবিআই সওয়াল করে, অনুব্রত জেলে থাকাকালীনই ফোন করেছিলেন মনীশ কোঠারিকে। তিনি হুমকি দিয়েছিলেন, মণীশ কোঠারি যেন কারও কাছে মুখ না খোলেন, তাহলে পরিনতি ভয়ঙ্কর হবে। পরবর্তীতে এক বিচারককেও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে।

সিবিআই-এর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি এটাই জানতে চান, অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। অনুব্রতর প্রভাব কতটা, সেটা বোঝানোর জন্য আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে সিবিআই। সিবিআই-এর আইনজীবী সওয়াল করেন, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে আমলাকে বদলি করিয়েছিলেন অনুব্রত। পাল্টা

অনুব্রতর আইনজীবী বারবার শীর্ষ আদালতে এটাই সওয়াল করেন, অনুব্রতর সঙ্গে গ্রেফতার হওয়া এনামুল হক ও আরও এক ব্যক্তি, তাঁরা প্রত্যেকেই একই মামলায় জামিন পেয়েছেন। কিন্তু অনুব্রত কেন পাচ্ছেন না তা নিয়েই। কেষ্টর আইনজীবীর বক্তব্য, গরু পাচারচক্রে অনুব্রত সরাসরি কীভাবে জড়িত কিংবা কত টাকার লেনদেন হয়েছে, তার এখনও শক্তপোক্ত তথ্য সিবিআই আদালতে পেশ করতে পারেনি। জামিন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে, অনুব্রত একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর দ্বারা যেন কোনও ভাবে মামলা প্রভাবিত না হয়। কোনও সাক্ষীকেও প্রভাবিত না করতে পারেন, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতে অনুব্রত মণ্ডল যদি শর্তভঙ্গ করেন, তাহলে সিবিআই স্পেশ্যাল কোর্টে আবেদন জানাতে পারবে। গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে মামলা করে ইডি-সিবিআই।

প্রসঙ্গত, গত ১১ অগস্ট সকালে বোলপুরের নিচুপট্টি এলাকায় অনুব্রতের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে হানা দিয়েছিল সিবিআই। সেদিনটা ছিল রাখি। গরু পাচার মামলায় তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাকে আটক করে সিবিআই। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। তারপর জেল হেফাজতে ছিলেন। এরই মধ্যে তদন্ত যত এগোতে থাকে, তৃণমূলের 'কেষ্ট'-র একাধিক সম্পত্তির হদিশ পেতে থাকেন তদন্তকারীরা। অনুব্রত ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৬.৯৭ কোটি টাকার হদিশ পাওয়া যায়। এছাড়ও প্রচুর নামে বেনামে জমি জায়গা সম্পত্তি, পরিচারক, রাঁধুনীর নামেও সম্পত্তির হদিশ মেলে। এরপরই এই মামলায় যুক্ত হয় ইডি। এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির উৎস জানতে আসানসোল জেল হেফাজতে গিয়ে অনুব্রতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা। তারপর তাঁকে শোন অ্যারেস্ট করা হয়। এরপর ইডি অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যেতে চান। কিন্তু দিল্লি না যেতে চেয়ে পাল্টা আইনি লড়াইয়ে নামেন অনুব্রত। কিন্তু শেষমেশ অনুব্রতকে দিল্লি যেতেই হয়।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী ও আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান কুমার মঙ্গলম বিড়লা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তিনি। তাঁদের এই সাক্ষাতকে সৌজন্যমূলক বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, সৌজন্য সাক্ষাতের মধ্যেও বাংলায় বাণিজ্যের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়েছে এবং রাজ্যে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কুমার মঙ্গলম বিড়লা। বাংলায় আদিত্য বিড়লা গ্রুপের পরবর্তী বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়েছে বলে এক্স হ্যান্ডলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলায় শিল্পের বেহাল অবস্থার অভিযোগ তুলে সরব বিরোধীরা। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে শিল্পপতিরা এলেও রাজ্যে বিনিয়োগ হয় না বলে তাদের অভিযোগ। যদিও বিরোধীদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসকদল তৃণমূল। বাংলায় শিল্পের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে বলে বারবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাও।

শিল্পপতিদের কাছে বাংলার শিল্পবান্ধব পরিবেশের কথা তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, বাংলায় শিল্পের জন্য জমির অভাব নেই। লোকের অভাব নেই। রাজ্যে এখন ধর্মঘটও হয় না জানিয়ে শিল্পপতিদের রাজ্যে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন একাধিকবার।

আর এদিন এক্স হ্যান্ডলে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের রাজ্যে বিনিয়োগের কথা তুলে ধরলেন মমতা। এক্স হ্যান্ডলে মমতা লেখেন, 'এ রাজ্যে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের ৫০০০ কোটি টাকার প্রকল্প শুরু হয়েছে কিংবা পাইপলাইনে রয়েছে। সিমেন্ট এবং পেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মতো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে তারা।' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আদিত্য বিড়লা গ্রুপ কলকাতায় বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পরিকল্পনা করছে। আরও নতুন বিনিয়োগের কথাও ভাবছে তারা। এই সব বিষয় নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সবরকম সাহায্য করবে বলে কুমার মঙ্গলম বিড়লাকে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলা ভাগের বিরোধিতায় প্রস্তাব আনছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো বিজেপির বাংলা ভাগের চেষ্টার বিরোধিতা করে প্রস্তাব আসছে বিধানসভায়। সরকারপক্ষের আনা প্রস্তাবের উপর আগামী সোমবার আলোচনা হবে। বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে সোমবার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ওইদিন অধিবেশনের প্রথমার্ধে দু'ঘণ্টা বাংলা ভাগ করা বিষয়ে আলোচনা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই আলোচনায় অংশ নেবেন বলে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের সূত্রে জানা গেছে।

সোমবার ভুটান পাহাড় থেকে নামা নদীগুলির পর্যবেক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আনা প্রস্তাব নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাগের প্রসঙ্গ টেনে আনেন । তিনি বলেন, 'বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রেজোলিউশন আনা হোক। বাংলা ভাগ নিয়ে বাংলার বাইরে গিয়ে

আলোচনা করছেন মন্ত্রী-সাংসদরা। তাঁদের কিছু বলার থাকলে তাঁরা বাংলার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলুন। ভোটাভুটি হোক। কার ভোট বেশি, কার ভোট কম তা গণতান্ত্রিকভাবে বিচার হয়ে যাক।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের পরই এদিন বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটি বৈঠকে বসে। সেখানেই ঠিক হয়, আগামী সোমবার বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনে তা নিয়ে আলোচনা হবে রাজ্য বিধানসভায়। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যেহেতু এরাজ্যের মানুষ বিজেপিকে বারবার ভোটে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই রাজ্যকে দুর্বল করতে বাংলা ভাগ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। এই প্রস্তাব আনার উদ্দেশ্য যাতে বাংলার মানুষকে একটা বার্তা দেওয়া যায়, এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সবাই যাতে এক হতে পারে।' প্রসঙ্গত, বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভায় এবার প্রথম নয়। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসেও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে এ ধরনের প্রস্তাব আনা হয়। এছাড়া গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আন্দোলনের সময়ও একইভাবে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে প্রস্তাব এসেছিল।

বিধানসভা অধিবেশনে প্রয়াত বাম-মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর প্রতি সম্মানজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর প্রতি সম্মান জানিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন ওই দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায়। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবেশনের শুরুতেই প্রয়াত মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের উল্লেখ করেন। পরে উপস্থিত বিধায়করা প্রয়াত মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু মিনিট মৌনতা পালন করেন।

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত শনিবার প্রয়াত হন রাজ্যের প্রাক্তন কারা মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সার আক্রান্ত ছিলেন তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার ভোর রাত ৩টে থেকেই বিশ্বনাথ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত সকাল ৬টা ৪০ এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

গত সপ্তাহে এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বাম আমলের মন্ত্রী। চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনকালের মধ্যে প্রায় আড়াই দশক ধরে মন্ত্রিত্ব সামলেছেন বিশ্বনাথ চৌধুরী। ১৯৮৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কারা ও সমাজকল্যাণ দফতরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এছাড়াও, টানা সাত বার বালুরঘাট থেকে তিনি আরএসপির টিকিটে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি আরএসপি-র রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

দোকানে ঝান্ডা লাগালে হকারদের পাশে দাঁড়াবে বিজেপি: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই রাজ্য জুড়ে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অভিযান চলছে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেও বুলডোজার চালিয়ে জবরদখল উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কিন্তু কোথাও হকারদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে দেখা যাচ্ছে না। এতেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। উচ্ছেদ নিয়ে মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'প্রথমবার দেখছি হকারেরা উচ্ছেদের বিরোধিতা করছে না। ওদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে দেখা যাচ্ছে না। নিজেরাই দোকানপাট ভেঙে ফেলছেন।' তাঁর পরামর্শ, 'রুটিরুজি হারানো হকারেরা দোকানে গেরুয়া ঝান্ডা লাগিয়ে দিক। তাহলে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি ময়দানে

নেমে লড়াই করবে।'

প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া পুরসভার কয়েকটা ওয়ার্ডে রাস্তার ধারে সরকারি জমিতে থাকা পার্টি অফিসের রঙ বদলে ওটাকে সুকৌশলে ওয়ার্ড অফিসে পরিণত করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'উচ্ছেদ ঠেকাতে শাসকদল রাতারাতি পার্টি অফিস বদলে ওয়ার্ড অফিস করে ফেলছে। এটা ঠিক নয়।' প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে প্রশাসন।

পরিচারকদের জন্য নিউটাউনে ঝকঝকে ফ্ল্যাট দিয়েছেন বারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বসিরহাটের সংগ্রামপুরে আধুল বারিক বিশ্বাসের বাড়িতে ইডি হানা দেওয়ার পাশাপাশি মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনে তাঁর একটি ফ্ল্যাটেও হানা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। কারণ, নিউটাউনে বারিক বিশ্বাসের পরিবারের লোকজন থাকেন বলে খবর। আবার দু'কামরার একটি সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট রয়েছে তাঁর বাড়ির পরিচারকদের জন্যও। মূলত তাঁর বাড়ির কাজকর্ম যাঁরা করেন, তাঁরা এবং গাড়ির চালকরা এই ঝাঁ চকচকে ফ্ল্যাটে থাকেন। নিউটাউনে মুকুল শান্তি গার্ডেনে এই ফ্ল্যাট। যে তলে বারিক ও তাঁর পরিবার থাকেন, ঠিক তাঁর নিচের তলে থাকেন তাঁর পরিচারকরা। দারুণ সাজানো

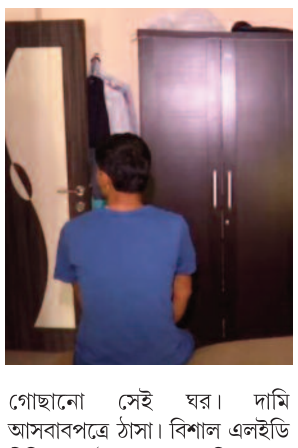

গোছানো সেই ঘর। দামি আসবাবপত্রে ঠাসা। বিশাল এলইডি টিভি। অর্থাৎ, এককথায় দিলখোলা মানুষ এই বারিক বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এক সময় সোনা পাচারে গ্রেফতার হন এই আধুল বারিক বিশ্বাস। এরপর কয়লাকাণ্ডেও নাম জড়ায় তাঁর। সোনা পাচার কাণ্ডে জামিন পাওয়ার পর রিয়েল এস্টেট থেকে শুরু করে ইটভাটা, অ্যাগ্রো প্রোডাক্টের ব্যবসার নামে একাধিক সংস্থা খোলেন বলে খবর। কলকাতা, নিউটাউন , রাজারহাট, বসিরহাটে তিনি প্রচুর সম্পত্তিও কেনেন। এই কোম্পানিগুলির আড়ালেই বারিক বেআইনি ব্যবসা চালাতেন বলে অভিযোগ। রেশন দুর্নীতির টাকাও এই সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছে ইডি। এদিকে এই সংস্থাগুলির সিংহভাগই বারিক বিশ্বাসের স্ত্রীর নামে বলে খবর।

বিমান সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিমান সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা। আর এই অভিযোগ দায়ের হতেই নিউটাউন আকাঙ্খা মোড় থেকে প্রতারণা চক্রের পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করল ইকোপার্ক থানার পুলিশ। অভিযোগ, বিমান সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নামে অফিস খুলেছিল একটি চক্র। নিউটাউন আকাঙ্খা মোড়ে ঝা চকচকে অফিস। নিয়মিত ছেলে মেয়েদের ভিড় দেখা যেত। তবে চাকরি কেউ আর পাননি। এদিকে ইকো পার্ক থানায় খবর যায়। এরপরই অভিযান চালিয়ে খোঁজ মেলে ভুয়ো ব্যবসার। সেখান থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় চাকরির আবেদন করা যুবক যুবতীদের টার্গেট করা হতো। তাঁদের ফোন করে ভাল সংস্থায় চাকরির প্রলোভন দেখানো হতো। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডেও এই চক্র ডানা মেলে বলে খবর।

আর এই চাকরি দেওয়ার নামে হাজার হাজার টাকা হাতানো হয়েছিল। মূলত প্রশিক্ষণের কথা বলে টাকা হাতানো হতো। এর পাশাপাশি ভালো সংস্থায় প্লেসমেন্টের কথা বলে টাকা হাতানো হলেও চাকরি দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত তা তদন্ত করে দেখছে ইকোপার্ক থানার পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার বারাসত আদালতে পাঠানো হবে। পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে ইকোপার্ক থানার পুলিশ।

আনন্দধারা প্রকল্পের নামে কোটি টাকার প্রতারণা, গ্রেপ্তার ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য আনা হয়েছে আনন্দধারা প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করা হয়। সেই প্রকল্পের নাম নিয়ে এবার কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ। ভুয়ো টেন্ডার করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর পুলিশ।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট সূত্রে খবর, সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি সরকারি দফতরে স্কুলের জন্য জামা, জুতো, ব্যাগ প্রভৃতি সরবরাহ করতে পারবে। এমনই ভুয়ো আশ্বাস দেওয়া হয় বিভিন্ন কোম্পানিকে। সরকারের সেই কাজের জন্য টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন সংস্থাকে। ভুয়ো টেন্ডার ও নকল কাগজপত্র দেখিয়ে প্রতারকরা তাদের থেকে হাতিয়ে নিতেন লক্ষ লক্ষ টাকা। এ নিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় চলতি বছরের জুন মাসে অভিযোগ দায়ের হয়। সেই ঘটনার তদন্ত নামে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। তদন্ত চালিয়ে পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তরা শুধু এ রাজ্যে নয়, ভিন রাজ্যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ। এই চক্রে আর কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছে এই সংক্রান্ত অভিযান হয়েছিল ডানকুনির একটি গোডাউনে। সেখান থেকে সরকারি লোগো দেওয়া ব্যাগ, জামা, মোজা প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। এরপর বিধাননগর কমিশনারেটের যুগ্ম কমিশনার বি. বরুণ চন্দ্র শেখর মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা, সে ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিধাননগর কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, সরকারি এই প্রকল্পে জামা, ব্যাগ তৈরি করানো হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে। এই প্রকল্পের কাজের জন্য কোনও তৃতীয় পক্ষকে কাজের টেন্ডার দেওয়া হয় না। বেশ কোম্পানিকে ভুয়ো টেন্ডার, কাগজপত্র দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিতো ওই প্রতারণা সংস্থা। একাধিক জায়গা থেকে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ছিল পুলিশের কাছে। এরপরেই এই প্রতারণা চক্রটির নাগাল পায় পুলিশ। দিল্লি, আসাম, হরিয়ানা সহ একাধিক রাজ্যের ফার্মের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে বলে বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে জানা গেছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা, সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

অরেঞ্জ লাইনে সময় বাড়ছে কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোযাত্রীদের জন্য সুখবর। সময় বাড়ছে পরিষেবার। বাড়ছে মেট্রো সংখ্যাও। আগামী ৫ অগাস্ট থেকে কবি সুভাষ তথা নিউ গড়িয়া থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তথা রুবি পর্যন্ত অতিরিক্ত মেট্রো চলাচল করবে। বিকেল চারটের পরিবর্তে রাত আটটায় মিলবে শেষ মেট্রো। তবে রবিবার দিন কোনও পরিষেবা মিলবে না।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী ৫ অগাস্ট অর্থাৎ সোমবার থেকে অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনের মধ্যে পরিষেবার সংখ্যা ও পরিষেবার সময় দুটোই বাড়তে চলেছে। এই লাইনে এখন দৈনিক ৪৮টি মেট্রো চলে। ওই দিন থেকে মোট ৭৪টি মেট্রো (৩৭ আপ ও ৩৭ ডাউন) এই লাইনে চালানো হবে। পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে ২০ মিনিট অন্তর। এমনকী শনিবারেও এই মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। সকাল ৯টার বদলে এই রুটে প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল আটটায়। দিনের শেষ মেট্রো পরিষেবা বিকেল ৪টে ৪০ মিনিটের বদলে মিলবে রাত ৮ টায়। রবিবার দিন কোনও মেট্রো চলবে না।

স্বাভাবিকভাবেই পরিষেবার সময় বাড়লে যাত্রী সংখ্যাও বাড়বে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, এবছরই বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যে এই রুট পরিদর্শন করে ছাড়পত্র দিয়েছে রেলওয়ে কমিশন। মনে করা হচ্ছে, বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো চালানোর জন্য প্রথম ধাপ হিসেবে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বৃদ্ধি করা হল।

দ্রুত খুলতে চলেছে উৎসশ্রী পোর্টাল, জানাল পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলির উৎসশ্রী পোর্টাল। যার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনলাইনে বদলির আবেদন জানাতে পারতেন। পোর্টালটি বন্ধ থাকার কারণে আটকে ছিল বদলির প্রক্রিয়াও। তবে খুব শীঘ্রই এই উৎসশ্রী পোর্টাল খুলে দেওয়া হবে বলে আদালতে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলাকারী পুতুল সিটের আইনজীবী সুদীপ ঘোষ চৌধুরী জানান, 'সম্প্রতি প্রাথমিকের মামলাগুলো শুনছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। তাঁর এজলাসে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষক বদলি সবই বিচার্য ছিল। সেসময় দীর্ঘদিন 'উৎসশ্রী পোর্টাল' বন্ধ থাকায় অফলাইনে বদলির আবেদনে আইনি বৈধতা দেন বিচারপতি মান্থা।' এই নির্দেশের জেরে প্রাথমিক ছাড়াও বাকিদের ক্ষেত্রে বদলি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এদিকে এদিন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী জানান, অফলাইনে বহু বদলি সংক্রান্ত আবেদন জমা পড়েছে।

সেগুলি কার্যকর করতে একাধিক তথ্য প্রয়োজন। ওই তথ্য না পেলে বদলির আবেদন কার্যকর করা অসম্ভব। সেকারণেই উৎসশ্রী পোর্টাল খুলে দেওয়ার জন্য রাজ্যের কাছে আবেদন জানিয়েছে পর্ষদ। কিন্তু সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজ্যের তরফে এখনও কোনও জবাব মেলেনি।

পর্ষদের তরফে এই বক্তব্য শোনার পরই বিচারপতি সিনহা নির্দেশে জানান, কত দিনের মধ্যে উৎসশ্রী পোর্টাল খোলা হবে সেই সংক্রান্ত তথ্য জানাতে হবে পর্ষদকে। তার পরই বদলি সংক্রান্ত মামলাগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। আদালত সূত্রে খবর, অগাস্ট মাসে ফের মামলার শুনানি।

চলতি অর্থবর্ষের আয়কর জমা করতে চান সন্দেশখালির শাহজাহান, আর্জি আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলে থেকেও নাগরিক কর্তব্য পালন করতে চাইছেন সন্দেশখালির শেখ শাহাজান। এই নাগরিক কর্তব্য পালনের প্রথমেই আসছে চলতি অর্থবর্ষের আয়কর জমা দেওয়ার ঘটনা। তিনি এ ব্যাপারে আদালতে আবেদন জানিয়েছেন বলে ইডি সূত্রে খবর। এদিকে আদালত সূত্রে খবর মিলছে, শাহজাহানের আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী বিচারকের কাছে আবেদন করেন, ইডি শাহজাহানের ২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। শাহজাহানের ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে জমা দিতে পারছেন না আয়কর রিটার্ন। অন্যদিকে, মেয়ের চিকিৎসার জন্য ইডি-র কাছে বাজেয়াপ্ত থাকা বিলাসবহুল গাড়ি ফেরত চেয়েও আবেদন শাহজাহানের। আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী আদালতে আর্জি জানিয়ে বলেন, 'আমার মক্কেলের মেয়ে স্নায়ু রোগী। ঠিকমতো হাঁটাচলায় সমস্যা হয়। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িটি ফেরত দেওয়া হোক।' ইডি অবশ্য সব আবেদনের শুনানির জন্য সময় চেয়েছে। আগামী ১২ অগাস্ট পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, চলত বছরের শুরু থেকেই রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডি-র অভিযান দিয়ে যে অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, লোকসভা নির্বাচনের আবহে সেই সন্দেশখালি একেবারে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। জমি দখল, নারী নির্যাতন, তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে একেবারে বাঁশ, লাঠি, গাছের গুঁড়ি নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন গ্রামের মহিলারা। রাস্তায় জ্বলেছিল আগুন। শাহজাহান তখন ছিলেন ফেরার। এই ঘটনার ৫৫ দিনের মাথায় শাহজাহানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে ইডি নিজেদের হেফাজতে নেয়। শাহজাহানের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের জমি দখল করে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বানানোর অভিযোগ ওঠে। ইডি আদালতে দাবি করে, সন্দেশখালিতে জমি দখল সংক্রান্ত দুর্নীতি থেকে উপার্জিত অর্থের পরিমাণ অন্তত ২৬০ কোটি টাকা।

সম্পাদকীয়

‘নিট’-এর মত পরীক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের মানবসম্পদ গড়ে তোলার স্বার্থ

নবপ্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার অদূরদর্শিতা, পরীক্ষা পরিচালনায় এনটিএ-র ব্যর্থতার জন্যে। চিনের ‘গাওকাও’-এর ঠিক পরেই আসে আমাদের ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির নাম। অথচ, এনটিএ-র পরীক্ষা পরিচালনায় দক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে এল এ বারের প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারিতে। আমেরিকার এডুকেশনাল টেস্টিং সার্ভিস বা ইটিএস-এর আদলে এনটিএ-কে গড়ে তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ, এনটিএ-কে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাই গোড়া থেকেই এনটিএ পঙ্গু। যেখানে ইটিএস-এ ২০০ জনেরও অধিক স্থায়ী কর্মী আছেন, সেখানে এনটিএ-র স্থায়ী কর্মী-সংখ্যা দু’-ডজনের আশেপাশে। স্বাভাবিক ভাবেই শুরু থেকে বিতর্কের কেন্দ্রে এনটিএ। ২০২২ সালে পরীক্ষা গ্রহণের দিন সিকিয়োরিটি চেক-এর নাম করে কেরলের একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে মেয়েদের অন্তর্বাস পর্যন্ত খুলতে বাধ্য করা হয়েছিল কর্তৃপক্ষের তরফে। যা নিয়ে এনটিএ-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। ২০২০ সালে মধ্যপ্রদেশের এক ছাত্রী নিট পরীক্ষায় মাত্র ৬ নম্বর পেয়ে আত্মহত্যা করে। পরবর্তী কালে জানা যায়, তাঁর স্কোর হয়েছিল ৫৯০। একই বছরে অপর এক পরীক্ষার্থী অত্যন্ত খারাপ ফলাফলের জন্য পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করে। শেষে দেখা যায়, সে সর্বভারতীয় স্তরে ‘এসটি’ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। এ ধরনের দৃষ্টান্ত পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ঘোর সন্দেহ সৃষ্টি করে। এ বছর নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে। পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এনটিএ তথা শিক্ষা মন্ত্রকের এমন শিথিলতা মেনে নেওয়া যায় না। পরীক্ষার্থীর তুলনায় আসনসংখ্যা কম হওয়ায় নিট একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। এ ধরনের পরীক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের মানবসম্পদ গড়ে তোলার স্বার্থ। কিন্তু কোথায় কী! প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারিকে লঘু করে দেখানোর প্রয়াসে শিক্ষামন্ত্রী নিজেই তাঁর বিবৃতি ঘন ঘন পরিবর্তন করেছেন। হয় তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না, অথবা তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়েছিলেন।

আনন্দকথা

মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মতো কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়, — দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধানো। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ — তাই গলায় উপবীত।

বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম — বিদ্যানুরাগ। একদিন মাস্টারের কাছে এই বলতে বলতে সত্য সত্য কেঁদেছিলেন, “আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি, কিন্তু কই তা হল! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।” দ্বিতীয় — দয়া সর্বজীবে, বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়িতে চড়িতেন না — ঘোড়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন, একটি মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

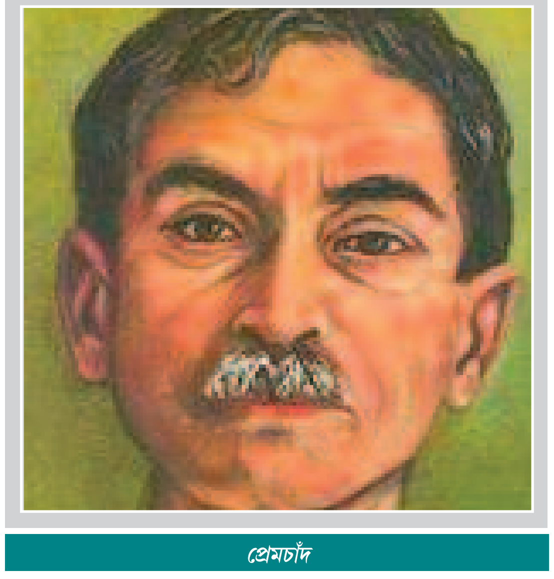
প্রেমচাঁদ

১৮৮০ বিশিষ্ট হিন্দি ভাষার সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের জন্মদিন।
১৯১৯ বিশিষ্ট ক্রিকেটে খেলোয়াড় হেমু অধিকারীর জন্মদিন।
১৯৪৬ বিশিষ্ট জাদুকর জুনিয়ার পি সি সরকারের জন্মদিন।

পুরানো সেই দিনের কথা...

শান্তনু রায়

দু’শ বছর আগের ভাগিরথী তীরবর্তী এই কোলকাতা শহরে রামমোহনের আগমনকালে এখানে সামাজিক পরিবেশের ছিল পরিবৃত্তিকাল। ক্রমে হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, স্কুল সোসাইটি, সরকারি সংস্কৃত কলেজ শহরে স্থাপিত হল। সাময়িক পত্রের প্রথম প্রকাশের পর তাতে বাঙ্গালির ধর্মকর্ম, সমাজ-শিক্ষা সংক্রান্ত নানা আলোচনার স্থান পেল, চর্চা বিতর্ক আরম্ভ হল। কোলকাতার ‘নাগরিক’ সমাজ তখন প্রবলভাবে আলোড়িত রামমোহন ও ডিরোজিও পন্থীদের দ্বারা। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কোলকাতা শহরের বঙ্গ সমাজে এক নতুন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর বিকাশের আভাস পাওয়া যায় ভবানীচরনের ‘কলিকাতা কমলালয়’ থেকেও।

উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সুচনায়ই কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হলেও বিদ্যাসাগরের জন্মের তিন বছর আগেই ১৮১৭ সালের জানুয়ারীতে কলেজ স্কোয়ারে হিন্দু কলেজের (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমের শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বার অবারিত হল। শতকের দ্বিতীয় পাদে বিদ্যাসাগর ও কতিপয় শিক্ষানুরাগীর নিরলস প্রচেষ্টায় বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক ও মহিলা বিদ্যালয়ও) স্থাপিত হয়। কিন্তু তার প্রায় ন’দশক পরে ১৯০৫এ কার্জনের বাংলাভাগের প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের যে সূচনা হয় তার প্রভাব শহরের সমাজজীবনেও পড়েছিল।বাস্তবে স্বদেশী আন্দোলন বাংলা সঙ্গীত সাহিত্য বিজ্ঞান চিত্রশিল্প সবদিকে প্রভাব ফেলেছিল। অধ্যাপক সুমিত সরকারের কথায় No other phase of our national movement can boast of cultural accompaniment as rich as Swadishi.’ কিন্তু এসবই সম্ভব হয়েছিল ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের ফলে।

স্বদেশী আন্দোলনের এই আবহে ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সম্পৃক্ত কোলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন জনপদ খিদিরপুরও পিছিয়ে ছিল না এই স্বদেশী আন্দোলনে;সে সময় খিদিরপুর অঞ্চলের যুবকরা অনুশীলন সমিতির এক শাখা অধুনা মনসাতলায় প্রতিষ্ঠা করে সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। প্রসঙ্গত বৃটিশ আমল থেকেই বিবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ার জেমস কিড এর নামে নামাঙ্কিত অঞ্চল খিদিরপুর যার শরীরে ঔপনিবেশিকতার অনেক ছাপ আজও বর্তমান। তবে স্বদেশী আন্দোলনে সাময়িকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা বিঘ্নিত হলেও তা পুনরুদ্ধারের পথে খিদিরপুরে আজ থেকে ১১৮ বছর আগে ১৯০৬ সালের ৩০শে জুন জমিদার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীর সক্রিয় উদ্যোগে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ৫১ নম্বর নাজির লেনের (তৎকালীন নাজির মহম্মদ ঘাট মাঝির লেন) বাড়িতে ১১৮ জন ছাত্রকে নিয়ে খিদিরপুর একাডেমির অভিযাত্রার শুরুয়াত।তারপর ক্রমে সময়ের সাথে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যালয়টিকে একাধিকবার বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত করতে হয়।এরপর ১৯১১য় খিদিরপুর একাডেমি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অনুমোদন লাভ করলে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে ১৯১৮য় তৎকালীন খিদিরপুর নিবাসী মেদিনীপুরের বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী জনহিতৈষী দানশীল শিক্ষাদরদী শ্রদ্ধেয় অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁর ৩৫ রামকমল স্ট্রিটের জমি ও বসতবাড়িটি দান করলে সেটিই খিদিরপুর একাডেমির স্থায়ী ঠিকানা ‘অবিনাশ হল’ রূপে আজও বিরাজমান। উল্লেখ্য বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে একজন প্রতিষ্ঠিত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর পক্ষে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে স্বেচ্ছায় নিজের বসতবাটি দান করার মধ্য দিয়ে তাঁর যে প্রবল শিক্ষানুরাগ সুপরিস্ফুট হয় তা নিঃসন্দেহে নতমস্তকে কুর্নিশযোগ্য। প্রসঙ্গত সেই দানপত্রে শিক্ষানুরাগী ঘোষমহাশয় নাকি নিজেই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন যে স্কুলের পাঠাগারটির নাম যেন হয় ‘অবিনাশ লাইব্রেরী’।

সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা মাধ্যমের শতাব্দীপ্রাচীন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় খিদিরপুর একাডেমি-অতি সম্প্রতি (২৯শে জুন) উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের গরবে যার একশ আঠেরোতম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হলো অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।এই উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ সুদীর্ঘকালের প্রধানশিক্ষক শিক্ষানুরাগী অধুনাপ্রয়াত সর্বজন শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে প্রধানশিক্ষকের কক্ষটি ‘জিতেন্দ্রনাথ স্মৃতিকক্ষ’ এবং অধুনা যে ভুমিতে গৌরবোজ্জ্বল বিদ্যালয় ভবনটি বিরাজমান তার দাতা মহাপ্রাণ অবিনাশ চন্দ্র ঘোষের নামে বিদ্যালয়ের পাঠাগারটি ‘অবিনাশ লাইব্রেরী’ নামকরণ করা হয়। সেই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী মাননীয় শ্রী অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি নামফলক দু’টির আবরন উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক শ্রী কমলেশ্বর গুপ্ত, শ্রী অমিত দে, শ্রী শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা এবং এই পত্রলেখকসহ অনেক প্রাক্তনীরা বরিষণ মুখরিত সে দ্বিপ্রহরে।

প্রসঙ্গত কোলকাতার এক অতিপ্রাচীন জনপদ খিদিরপুরের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় খিদিরপুর একাডেমী। সেই শিক্ষাসদনে প্রায় আট বছর শিক্ষালাভের সুযোগ পাওয়া পরম সৌভাগ্যবান এই প্রাক্তনীর শৈশব কৈশোর ও প্রথম যৌবনকাল মিলিয়ে দু’দশকের অধিক সময়ের যে প্রাচীন জনপদে যাপনকালের অনুভুতি ও অভিজ্ঞতা সুখস্মৃতি আজও অমলিন ও চিরস্মরণীয় সেকারণে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদযাপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সুযোগ এক পরম সৌভাগ্যের ও সম্মানে।

যাহোক নিজ ভবনে স্থিত হবার পর সে শিক্ষাসদনটি ক্রমে এতদঅঞ্চলের এক নম্বর স্কুল হিসেবে গণ্য হওয়ার শিরোপা অর্জন করল — পর্ষদের পরীক্ষায় ছাত্রদের সাফল্যের নিরিখে, শিক্ষাদানের মান ও পদ্ধতির সাথে সাথে কঠোর অভ্যন্তরীন অনুশাসন অনুসরণে যার প্রধান কৃতিত্ব স্কুলের প্রাণপুরুষ সুদীর্ঘকালের প্রধানশিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। যিনি এই স্কুলে এক প্রাক্তনীও। স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার সাথে হেডস্যারের ছিল সতর্ক নজর। সময়সূচী মেনেই প্রকাশিত হত উন্নত মানের এবং সযত্নে সম্পাদিত বার্ষিক স্কুল ম্যাগাজিন। ধুমধাম করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান (প্রধানত হত বডিগার্ড লাইনের মাঠে, একবার বোধকরি স্থানীয় ব্রনফিল্ড স্কোয়ার বা নবাব আলী পার্কে) ছাড়াও আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ ও সাফল্যে স্কুলের সুনাম ছিল। সমরশিক্ষার্থী বাহিনীর (এন সি সি) তিনটি শাখা ছাড়াও ছিল কাবস, স্কাউটস এর ইউনিট , স্কুলের নিজস্ব ব্যাণ্ড। যে কারণে ওই স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন অভিভাবকেরাও — আর ছাত্রের অভিভাবক হিসেবে গর্বও একটু হত বৈকি। এই স্কুলের অনেক কৃতী ছাত্র পরবর্তীকালে বহত্তর আঙ্গিনায়ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্কুলের তথা খিদিরপুরের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাপ্রসারে আন্তরিক প্রয়াসী জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবলমাত্র এই একটি বিদ্যালয়ের নবরূপকার ছিলেন না, নিজের সক্রিয় উদ্যোগে নিরলস পরিশ্রমে ও কতিপয় শিক্ষানুরাগীদের আর্থিক সহায়তায় সমস্ত প্রতিকুলতা অতিক্রম করে যেমন স্কুলের খেলার মাঠের এক প্রান্তে পৃথক ভবন নির্মান করিয়ে খিদিরপুর কলেজের সূচনা করেছিলেন ১৯৬৬ সালে এবং সেখানেই কলেজ চলত বর্তমান ঠিকানায় (পাশ্ববর্তী পীতাম্বর সরকার লেনে ঘোষাল পরিবারের দানকৃত জমিতে) নিজস্ব ভবনে কলেজ স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তেমনই মেয়েদের এক উন্নত মানের উচ্চ বিদ্যালয় শরৎচন্দ্র পাল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ ছিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয় ও স্যার আশুতোষের কনিষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের সহপাঠী জিতেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৩৩ এ একাডেমিতে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করলেও ১৯৩৫ এ ইস্তফা দেন তবে পরে ১৯৪৫ এর জানুয়ারীতে প্রধানশিক্ষক রূপে স্কুলে ফিরে আসেন এবং ১৯৬৬র ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত ২১ বৎসর কাল স্কুলই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। শুভ্র ধুতিপাঞ্জাবী পরিহিত নিত্যসঙ্গী ছাতা হাতে সদা কর্মতৎপর নিজ সংকল্পে অটল এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী মহাপ্রাণ একাডেমি স্কুলের জন্য-এর উন্নতিকল্পে নিজেকে সম্পূর্ণ উজার করে দিয়েছিলেন এবং স্কুল ও তিনি কখন যেন সমার্থক হয়ে পড়েছিলেন। তেমনই পরে ঐ মহাবিদ্যালয় যেখানে কিছুদিন রেক্টর পদ অলংকৃত করেছিলেন তার উন্নতিকল্পেও ছিল তাঁর নিরলস কর্মকাণ্ড।১৯৭৯ এর ২৪শে আগস্ট ছাত্রদরদী এই মহান শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান হয় সরশুনা বকুলতলার কাছে আপন বাটিতে। কিন্তু খিদিরপুর ও খিদিরপুর একাডেমি তবে এও দূর্ভাগ্যের যে কোলকাতার অন্যান্য অনেক বাংলা মাধ্যম স্কুলের মত সরকার পোষিত ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের এই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরও হাল খুবই খারাপ। বর্তমানে প্রয়োজনীয় ছাত্রের অভাবে — একদা যে গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষাপ্রাঙ্গন প্রায় সতেরশো ছাত্রের উপস্থিতিতে গমগম করতো আজ সেখানে মাত্র প্রায় চারশো ছাত্র নিয়ে টিমটিম করে চলছে সেই বিদ্যালয়। তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক সেখ মহম্মদ সালেহিন সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করনসম মিশ্র সংস্কৃতির এই অঞ্চলে বাংলা মাধ্যমের ঐতিহ্যবাহী এই প্রাচীন বিদ্যালয়ের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে সকলের সহযোগিতায় — সেজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। এ ব্যাপারে তিনি অবশ্য প্রয়োজনে যাঁর সহৃদয় পরামর্শ ও বিদ্যালয় সম্পর্কিত ইতিহাস জ্ঞানে ঋদ্ধ হচ্ছেন তিনি হলেন বিদ্যালয়ের প্রতি নিবেদিত প্রাণ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য প্রাক্তনী ও খিদিরপুর ও খিদিরপুর একাডেমি সম্পর্কে চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া অশীতিপর শ্রী নয়ন রঞ্জন ভট্টাচার্য (সকলের প্রিয় নয়ন স্যার)।

মিশ্রসংস্কৃতির এক পাদপীঠে অবস্থিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস কখনোই এই বিদ্যায়তনে সতীর্থদের মেলবন্ধনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি-একই সঙ্গে শিক্ষালাভেও কোন অসুবিধা হয়নি। আগেকার কালো প্যান্ট সাদা সার্টের স্কুল ইউনিফর্মে কখনো নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় কারনে কোন বিভেদ বা পার্থক্য অনুভুত হয়নি।ইতিমধ্যে অবশ্য বিভিন্ন আঙ্গিকে ও জনবিন্যাসজনিত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেহেতু উত্তর কোলকাতা বা পুরোনো কোলকাতার চরিত্রের ছাপ ও স্থাপত্য আজও কিঞ্চিৎ বিদ্যমান থাকলেও উত্তর কোলকাতার মত বঙ্গীয় সংস্কৃতির স্ফুরন বা বিস্তার তেমনভাবে ঘটেনি এখানে — বরং এখন বোধকরি বিপ্রতীপে যাত্রা। তাই বাংলা মাধ্যমের এ বিদ্যালয়ে এখন হিন্দিভাষীদের কলকাকলি নয় বিরল। তবে খিদিরপুর একাডেমির এক প্রাক্তনী ও একদা দীর্ঘ প্রায় দু’দশকের খিদিরপুরবাসী হিসেবে মনে হয় খিদিরপুর একাডেমির আলোচনা ব্যতীত খিদিরপুরের ইতিহাস বোধহয় অসম্পূর্ণ।

উল্লেখ্য মিশ্রসংস্কৃতির এক পাদপীঠে অবস্থিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস কখনোই এই বিদ্যায়তনে সতীর্থদের মেলবন্ধনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি-একই সঙ্গে শিক্ষালাভেও কোন অসুবিধা হয়নি। আগেকার কালো প্যান্ট সাদা সার্টের স্কুল ইউনিফর্মে কখনো নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় কারনে কোন বিভেদ বা পার্থক্য অনুভুত হয়নি।ইতিমধ্যে অবশ্য বিভিন্ন আঙ্গিকে ও জনবিন্যাসজনিত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেহেতু উত্তর কোলকাতা বা পুরোনো কোলকাতার চরিত্রের ছাপ ও স্থাপত্য আজও কিঞ্চিৎ বিদ্যমান থাকলেও উত্তর কোলকাতার মত বঙ্গীয় সংস্কৃতির স্ফুরন বা বিস্তার তেমনভাবে ঘটেনি এখানে — বরং এখন বোধকরি বিপ্রতীপে যাত্রা। তাই বাংলা মাধ্যমের এ বিদ্যালয়ে এখন হিন্দিভাষীদের কলকাকলি নয় বিরল।

তবে খিদিরপুর একাডেমির এক প্রাক্তনী ও একদা দীর্ঘ প্রায় দু’দশকের খিদিরপুরবাসী হিসেবে মনে হয় খিদিরপুর একাডেমির আলোচনা ব্যতীত খিদিরপুরের ইতিহাস বোধহয় অসম্পূর্ণ।

জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে একে একে হারাতে হয়েছে নিকট আত্মজনদের — তেমনই স্কুলের মাষ্টারমশাইদের প্রয়াণের সংবাদও বারংবার ব্যথিত করেছে — বিষন্ন স্মরণে এসেছে স্কুলজীবনে তাঁদের সহৃদয় শিক্ষাদানের সাথে সুমধুর সাহচর্যের স্মৃতি যা প্রাণিত করে তাঁদের সকলের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে।

স্মৃতির সরণি বেয়ে খিদিরপুর ঘিরে অনেক অতীতের রোমন্থনে আবার প্রবৃত্ত হতে হল খিদিরপুর একাডেমির এ প্রতিষ্ঠাদিবসের অন্তর্নিহিত প্রণোদনায়; যদিও কিছু সুখস্মৃতির সাথে কিছু বেদনাও যে ফিরে ফিরে বাজে বারবার।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গঙ্গার ভাঙনে আতঙ্কিত মানিকচকের বাসিন্দারা

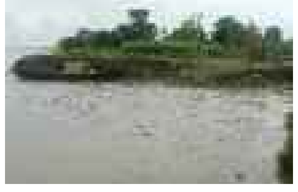

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূর দিয়ে বইছে গঙ্গা নদী। বর্ষার মরশুমে এই নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। যে কোনও মুহূর্তে হুকুমতটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যেতে পারে। আর এমন আতঙ্কেই এখন স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে পড়ুয়ারা। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা।

শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, গঙ্গার ভাঙনে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কা করছেন কয়েকশো পরিবার। গঙ্গার ভাঙন নিয়েই ইতিমধ্যে ঘুম উবে গিয়েছে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অসংখ্য পরিবারের। দ্রুত প্রশাসনকে ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসী থেকে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

হুকুমতটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মতিউর রহমান বলেন, 'এই স্কুল থেকে মাত্র ২০-২৫ মিটার দূরে গঙ্গা বইছে। বর্ষার মরশুমে গঙ্গা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ভাঙন হতে হতে একবারে স্কুলের দোরগোড়া এসে পৌঁছেছে নদী। যে কোনও মুহূর্তে এই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যেতে পারে, সেই আশঙ্কায় পড়ুয়াদের পাঠাতে সাহস পাচ্ছেন না তাদের অভিভাবকরা। বর্তমানে এই স্কুলে ১৫১ জন পড়ুয়া রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই অনুপস্থিত থাকছে। গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক স্কুলটি তলিয়ে গেলে কি অবস্থা হবে কে জানে। ইতিমধ্যে প্রশাসনকে আমরা এই পরিস্থিতির কথা জানিয়েছি। দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করা হলে গোপালপুর অঞ্চলটিও ধীরে ধীরে গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে।'

গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হুকুমতটোলা এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, একসময় কেন্দ্রের অধীনস্থ ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করত। কিন্তু কয়েক বছর আগে তারা সেই কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকেই একের পর এক গ্রাম গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কাছে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু না করা হলে এই গ্রামও আগামীতে থাকবে না।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছেন, 'ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই আজকে বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে গঙ্গা তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতোই সেচ দপ্তর বিভিন্ন এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু করেছে। হুকুমতটোলার ভাঙন সমস্যার কথা ইতিমধ্যে আমরা জেলাশাসককে জানিয়েছি। দ্রুত ওই এলাকায় কাজ শুরু করে দেওয়ারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।'

বিয়েতে রাজি না হওয়ায় খুনের চেষ্টার অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত গোহ গ্রামের এক যুবতী নাজমা খাতুনকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। কোনও রকমে প্রাণে বাঁচলেও, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নাজমা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলকোটের গোহগ্রামের বাসিন্দা নাজমা খাতুন সবেমাত্র গ্র্যাজুয়েশন পাশ করেছেন। তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন ওই গ্রামেরই এক মধ্য বয়স্ক যুবক ফিরোজ খান। তাঁর প্রস্তাব মানতে নারাজ নাজমা। এরই মধ্যে নাজমার পরিবার পাশের গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে কোর্ট ম্যারেজ করে দেন। আর এই খবর পেয়ে ফিরোজ খান কাকভোরে হাতে অস্ত্র নিয়ে নাজমার বাড়িতে ঢুকে ছুরির কোপ মারতে থাকে নাজমাকে। মেয়েকে বাঁচাতে বাবা-মা ছুটে এলে তাঁদের ওপরও চড়াও হন ফিরোজ খান।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, কলেজে পড়ার সময় নাজমাকে ফিরোজ মনে মনে ভালোবাসতেন কিন্তু এব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন ছিলেন নাজমা। পাশাপশি নাজমা তাঁর পরিবারের একমাত্র কন্যা এবং তাঁদের প্রচুর জমি জায়গা ও সম্পত্তি রয়েছে। সেই লোভে নাজমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন ফিরোজ খান। কিন্তু মধ্যবয়স্ক হওয়ায় কোনও মতে মেনে নিতে পারেনি নাজমা। ফলে ফিরোজ খানের পরিবার নাজমার পরিবারকে হুমকি দেয় যে, ফিরোজ খানের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। না হলে এর পরিণাম অন্যরকম হবে।

মূলত নাজমার বিবাহের কথা ফিরোজ খানের কানে আসতেই হিংস্র ভাবে নাজমার ওপর চড়াও হন। গুরুতর আহত অবস্থায় নাজমা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতিবেশীরা স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে যায় মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। মঙ্গলকোট থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাজমার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। তবে ঘটনার পর থেকেই নিরুদ্দেশ ফিরোজ খান।

রেল দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা হুগলির দম্পতির, চোখেমুখে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবারও এক রেল দুর্ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল যাত্রীদের মধ্যে। ট্রেনের কামরায় তখন ঘুমিয়ে ছিলেন যাত্রীরা। আচমকা যেন একটা ঝটকা লাগে। কী হল, সেটা কেউ বুঝে উঠতে পারেননি প্রথমটায়। ট্রেন থেকে যাঁদের বের করা হয়েছে, তাঁদের চোখে মুখে শুধু আতঙ্ক। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন হুগলির দম্পতি। মুম্বই যাচ্ছিলেন তাঁরা। সুস্থ অবস্থায় ফিরলেও ট্রেনে ওঠার কথা শুনলেই ভয় পাচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ হালদার ও অঞ্জনা হালদার।

হাওড়া-মুম্বই এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন হুগলির খামারগাছির ওই দম্পতি। তাঁদের বাড়ি হুগলির বলাগড়ের খামারগাছি মুক্তকেশীতলায়। অঞ্জনা হালদার চন্দননগর কমিশনারেটে কর্মরত। তাঁর চিকিৎসার জন্যই মুম্বই যাচ্ছিল ওই দম্পতি। সকালে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে দম্পতির পরিবার। শ্যামাপ্রসাদবাবুর দাদা রামপ্রসাদ হালদার জানান, সকালেই ভাইয়ের ফোন আসে তাঁর কাছে। আতঙ্কে তখন খুব কান্নাকাটি করছেন অঞ্জনা। শ্যামাপ্রসাদবাবু ফোনে জানান, তখন ভোর সাড়ে তিনটে। হঠাৎ ঝাঁকুনি আর প্রচণ্ড শব্দে ট্রেনের কামরা হেলে পড়ে। বি-২ কামরায় ছিলেন তাঁরা। পিছনের দিকের মোট ১৮টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। চক্রধরপুরের কাছে ওই লাইনের পাশে আরও একটি লাইন তৈরি হচ্ছে। সেই লাইনের নীচে গভীর খাদ ছিল। শ্যামাপ্রসাদবাবু বলেন, 'হঠাৎ চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে। ধড়ফড়িয়ে উঠে দেখি ট্রেন হেলে গিয়েছে। ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারত।' শ্যামাপ্রসাদবাবু জানান, মুম্বই এক্সপ্রেস বাঁদিকের লাইন দিয়ে যাচ্ছিল। ডানদিকের লাইনে ছিল একটি মালগাড়ি। সেই মালগাড়ির ওপরে প্লাস্টিক ঢাকা ছিল। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে, আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

দখল নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু,
এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ :
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** অপ্সরা শাড়ি স্বত্বা : কাহ্না পরশরামপুরিয়া ২৯ শিবতলা স্ট্রিট, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০৭ এবং শ্রী কানাইয়া পরশরামপুরিয়া পিতা শ্রী দেওকি নন্দনপরশরামপুরিয়া, সাকিন : ৬৯/১, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট,থানা : জোড়াবাগান, পো : বিধান সরণি, কলকাতা : ৭০০০০৬। **শাখা :** রবীন্দ্র সরণি।	ক) ১৯.০৩.২০২৪ খ) ২৫.০৭.২০২৪ গ) ৬৩,০১,৮৯৬.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ এক হাজার আটশ ছিয়ানব্বই টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫বি, উত্তর পশ্চিম দিকে, ৬ষ্ঠ তলে, পরিমাণ আনুমানিক ৮৮০.৭৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন,এবং ১ টয়লেট, এবং ব্যালকনি, মোজাইক মেঝে, এবং অবিভক্ত যথাযথ অংশ জমির, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৫, জি টি রোড (উত্তর), থানা : গোলাবাড়ি, পো : সালকিয়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পিন নং : ৭১১১০৬, ওয়ার্ড নং ১৫, এবং অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য অংশ উক্ত প্রেমিসেসের। স্বত্বাধিকারী :শ্রী কানাইয়া পরশরামপুরিয়া, **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** সিঁড়ি এবং লবি, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে:** সম্পত্তি ৭১, জি টি রোড, **দক্ষিণে :** সম্পত্তি ৭৪ জি টি রোড, **পূর্বে :** সম্পত্তি ৭২, জি টি রোড, **পশ্চিমে :** জি টি রোড (উত্তর)।
২	ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি নীতা জয়সওয়াল স্বামী প্রয়াত রঞ্জিত জয়সওয়াল, শ্রীমতি আস্থা জয়সওয়াল পিতা প্রয়াত রঞ্জিত জয়সওয়াল, শ্রী মুসকান জয়সওয়াল পিতা প্রয়াত রঞ্জিত জয়সওয়াল এবং শ্রী প্রথম জয়সওয়াল পিতা প্রয়াত রঞ্জিত জয়সওয়াল, সকলের ঠিকানা : ৩বি, গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, পো : বিডন স্ট্রিট, থানা : আমহার্স্ট স্ট্রিট,কলকাতা: ৭০০০০৬। আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৩সি,৪র্থতল, ব্লক অর্কিড, গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট, চিনার পার্ক রোড, পুর হোল্ডিং নং এএস/৩৭৫/ব্লক বি/১২-১৩, আটঘড়া, কলকাতা : ৭০০১৩৬। **শাখা :** বি কে পাল এভিনিউ।	ক) ০৭.০৫.২০২৪ খ) ২৪.০৭.২০২৪ গ) ৭৬,২৬,৮৮৬.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ ছাব্বিশ হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩সি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৬০ বর্গফুট কমবেশি উত্তর পশ্চিম দিকে, চতুর্থ তলে, ব্লক অর্কিড, গৃহাঙ্গন অ্যাপার্টমেন্ট, এবং মাঝারি মাপের সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত কার পার্কিং স্পেস একতলায়, নতুন ভবনে, চিনার পার্ক রোড, নির্মিত পুর হোল্ডিং নং এএস/৩৭৫/ব্লক-বি/১২-১৩, আটঘড়া, কলকাতা : ৭০০১৩৬, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৩৩, তৌজি নং ১৭২, আই- আরএস/ এলআর দাগ নং ২১৪ এবং ২১৫, খতিয়ান নং ২২৫১, ২২৫৩, ২২৫৮, ২২৫৯, ২২৬২, ২২৭৯, ২২৬১, ২২৬৩, ২২৬৪, ২২৮১, ২২৯০, ২২৭১, ২২৬৭, ২২৫৫, ২২৫৬, ২২৬৬, ২২৭৪, ২২৭৫, ২২৬৯, ২২৫৪, ২২৮২, ২২৭৬, ২২৭৭, ২২৭৮, ২২৮৭, ২২৬৫, ২২৬০, ২২৬২, ২২৭০, ২২৮৫, ২২৮৬, ২২৮৭, ২২৮৯, ২২৮০, ২২৭২, ২২৮৮, ২২৬৮, ২২৭৩, ২২৮৪ এবং ২২৮৩ থানা : রাজারহাট, এডিএসআর রাজারহাট, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ০৯, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১-১৯০৪১১৯৬০/২০১৭ তারিখ ০১.১২.২০১৭, স্বত্বা : রঞ্জিত জয়সওয়াল এবং শ্রীমতি নীতা জয়সওয়াল। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৫ ফুট চওড়া সংযুক্ত নিউ টাউনশিপ রোডে (চিনার পার্ক), **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ২১৩; **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া রোড, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ১৩৪/৮৮৪।

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রাজস্ব বেড়েছে ৯৭% | পিবিটি বেড়েছে ৮৫% | পিএটি বেড়েছে ৯৯.৫% | ইবিআইডিটিএ বেড়েছে ৭৪%

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের কনসোলিডেটেড বিবরণের সংক্ষিপ্তসার

(₹ in million, except per share data)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০,৯৫১.০৩	৫,৫৬০.৩৬	৩২,৯০৬.৩৮
২	কার্যাদি থেকে রাজস্ব	১০,৯৭১.৪৪	৫,৫৪৫.৮১	৩২,৮২০.৪৩
৩	ইবিআইডিটিএ (সুদ, অবচয়, কর ও অন্যান্য আয় পূর্ববর্তী রোজগার)	১,০৪৬.৬৫	৬০১.৩৭	৩,১৯৪.৩৪
৪	কর পূর্ববর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৪৩১.০০	২৩২.৯৫	১,২৮৪.৯৫
৫	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৩২৪.২২	১৬২.৫৪	৮১৬.৬৫
৬	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়	৩২৬.৪০	১৭৬.৯০	৮১৪.৪০
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০৫.২৪	১০২.৬৭	১০৫.২৪
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি			৮,৮৭০.৯৬
৯(ক)	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি মৌলিক রোজগার (টাকায়) (ত্রৈমাসিক সময়ের বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.০৮	১.৫২	৭.৬৬
৯(খ)	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি মিশ্রিত রোজগার (টাকায়) (ত্রৈমাসিক সময়ের বার্ষিকীকৃত নয়)	২.৮৭	১.৫২	৭.১৪

দ্রষ্টব্য :

১. স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ মিলিয়নে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০,৯৫১.০৩	৫,৫৬০.৩৬	৩২,৯০৬.৩৮
৪	কর পূর্ববর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	৪২২.৬৮	২১০.৬৪	১,২১৫.১২
৫	কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি)	৩১৫.৯০	১৪০.২৩	৭৪৬.৮২

২. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সংক্ষিপ্তসার উপরেরটি। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহে (www.bseindia.com ও www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট-এ (www.skipperlimited.com) পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০-০৭-২০২৪

পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
সাজন কুমার বনশল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00063555

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

SBI **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ

ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রা লি., গ্রাম : সুলতানপুর, জি টি রোড, থানা : মেমারি, বর্ধমান : ৭১৩১৪৬।	**শ্রী গোপাল সুহাসারিয়া,** ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা: ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রা.লি., গ্রাম : সুলতানপুর, জি টি রোড, থানা : মেমারি, বর্ধমান : ৭১৩১৪৬।	**শ্রীমতি রাধা সুহাসারিয়া,** ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রা.লি., গ্রাম : সুলতানপুর, জি টি রোড, থানা : মেমারি, বর্ধমান : ৭১৩১৪৬।	**শ্রীমতি রাধা সুহাসারিয়া,** ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রা.লি., প্লট নং ৭১৮৩ এবং ৭১৮৫, বাঁকুড়া ইন্দ্রগোরা মোড়, কালী মন্দিরের নিকট, পো এবং থানা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১০১।

এসএআরবি/বিইউআর/এএম/২০২৪-২৫/২০৮ — **তারিখ : ২৪.০৭.২০২৪**
মহাশয়া/মহাশয়,
এ/সি নাম : ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টস প্রা লি. (ডিপিপিএল)
সংশ্লিষ্ট তালিকা অধীন দ্রব্যাদি গ্রহণের অনুরোধ
আমরা উল্লেখ্য পত্র নং এসএআরবি/বিইউআর/এএম/২০২৪-২৫/১২৫ তাং ১৮.০৬.২০২৪ অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর, মহকুমা শাসক, সদর, বাঁকুড়া কর্তৃক তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ১৫.০৬.২০২৪ তারিখে স্বত্ব দখলের সময়ে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসারের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন।উক্ত পত্রের কপি ব্যাঙ্কের নিকট নথিভুক্ত আপনাদের ই-মেল আইডি (dpplmemari@gmail.com)) তে পাঠানো হয়েছে।
সম্পত্তির বিস্তারিত : মালিক/বন্ধকদাতাত : শ্রীমতি রাধা সুহাসারিয়া।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, সম্পত্তি : দলিল নং ৩৬৭৩-২০১০, জেএল নং ২১১, এলআর খতিয়ান নং ৩২৬২, প্লট নং ৭১৮৩ এবং ৭১৮৫, পরিমাণ ০.০৬৫ একর, থানা : বাঁকুড়া, জেলা : বাঁকুড়া।
২. আরও সংশ্লিষ্ট পত্র মারফত অবগত করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত হয়েছে : নিউ সুপার মার্কেট, স্টল নং বি/৪, গ্রাম : গোরাবাড়ি, পো : জগদাল্লা, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৪৬, যেহেতু সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিক্রি করা হয়েছে সফলভাবে, যার পরিমাণ ডিপিপিএল এর সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী স্থানান্তরিত হয়েছে।
৩. বর্তমানে, লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে,সংশ্লিষ্ট সকল পত্রই ফেরত এসেছে। যাহোক, আমাদের ধারণা ই-মেল মারফত আপনারা অবগত হয়েছেন।
৪. এমতাবস্থায় আমরা আরও একবার অনুরোধ করছি সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি ব্যাঙ্কের নিকট থেকে এই পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৭দিনের মধ্যে গ্রহণ করতে। সংশ্লিষ্ট তালিকভুক্ত দ্রব্যাদি গ্রহন না করলে, সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত দ্রবাদি হেফাজতে রাখার ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি বিক্রি করে উশুল করা হবে এবং ঋণ অ্যাকাউন্টে ঋণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য সংযুক্ত হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

তারিখ : ৩১.০৭.২০২৪
স্থান : বর্ধমান

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা)
ছাতনা শাখা
পো. ছাতনা, জেলা - বাঁকুড়া, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২১৩২

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

যেহেতু-
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ছাতনা শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশে(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ছাতনা শাখা,** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সির নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	মেসার্স কৌশিক ডেকরেটর্স **স্বত্বা: কৌশিক গুপ্ত** বড়বাকর, পো এবং থানা : ছাতনা, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৩২ (প.ব.)। **ঋণগ্রহীতা : কৌশিক দাশ গুপ্ত** পিতা : প্রয়াত মিলন দাশ গুপ্ত গ্রাম : বড়বাকর, পো এবং থানা : ছাতনা, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৩২ (প.ব.)। **জামিনদাতা : শ্রী সুশোভন হালদার,** পো এবং থানা : ছাতনা, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৩২ (প.ব.) ছাতনা শাখা	**ক) ১৪.০৫.২০২৪** **খ) ২৪.০৭.২০২৪** **গ) ৪৪,০৫,১৭৪.০০ টাকা** (চুয়াল্লিশ লাখ পাঁচ হাজার একশ চুয়াত্তর টাকা) পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী কৌশিক দাশ গুপ্ত।** **এরিয়া : ০.৮ একর। অবস্থান :** জমি এবং ভবন : প্লট নং ৮৪৩, খতিয়ান নং ৯২১, মৌজা : বড়বাকর, জমির এরিয়া ০.০৮ একর এবং তদস্থিত ভবন, ছাতনা ১ জিপি অধীন। **সম্পত্তির বিস্তারিত :** স্বত্ব দলিল নং ২৬০১ তারিখ ১৫.০৭.২০০৩। **স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৌশিক দাশ গুপ্ত।** জমি এবং ভবন প্লট নং ৮৪৩, খতিয়ান ন ৯২১, মৌজা : বড়বাকর, জমির এরিয়া ০.০৮ একর এবং তদস্থিত ভবন, ছাতনা ১জিপি অধীন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিশ্বনাথ সেনের ভবন, দক্ষিণে : অন্যান্যর খোলা জায়গা, পূর্বে : গ্রামীণ সড়ক, পশ্চিমে : বিকাশ চৌধুরীরর ভবন।

তারিখ - ২৪.০৭.২০২৪/ স্থান -ছাতনা — **অনুমোদিত অফিসার/ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
দুর্গাপুর শাখা
১৮৮/১৮১ নাচন রোড, ভিরিঙ্গি মোড়
বেনাচিতি দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩২১৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯.০২.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স শ্রীমন্ত ঠাকুর (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা** - দেবরানা পো.- চিনচুরিয়া, থানা - জামুরিয়া, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৭৮ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৮৮,৩৮,৬৪৭.২৮ টাকা (অষ্টআশি লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো সাতচল্লিশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৯ জুলাই ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **৮৮,৩৮,৬৪৭.২৮ টাকা (অষ্টআশি লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো সাতচল্লিশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তপশিল -এ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৩১.৭৮ ডেসিমেল অবস্থিত এলআর প্লট নং ১০০৮, এলআর খতিয়ান নং ১২১১, জেএল নং ৭২, মৌজা : ডোবরানা, গ্রাম : কেন্দা, রানিগঞ্জ-সিউড়ি রোড, হীরাপুর, পো : চিনচুড়িয়া, থানা : জামুড়িয়া, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১৩৩৭৮, ডোবরান গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী **শ্রীমন্ত ঠাকুর,** চৌহদ্দি :
উত্তরে : সাখি মন্ডলের সম্পত্তি — দক্ষিণে : শ্রীধাতা ঘোষের সম্পত্তি
পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক — পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা বসবাসের ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৫.৫০ ডেসিমেল অবস্থিত এলআর প্লট নং ৮৫৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৭২, জেএল নং ৭২, মৌজা : ডোবরানা, গ্রাম : ডোবরানা, পো চিনচুড়িয়া, থানা : জামুড়িয়া, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩৭৮ ডোবরানা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী **শ্রীমতি সবিতা ঠাকুর,** চৌহদ্দি :
উত্তরে : ২৫ ফুট চওড়া সড়ক — দক্ষিণে : পাল বাবুর সম্পত্তি
পূর্বে : এস পাত্রর সম্পত্তি — পশ্চিমে : রাজীব পাত্রর সম্পত্তি।

তপশিল - বি
সমুদয় চলতি সম্পদের দায়বদ্ধ চার্জ সহ

স্থান: দুর্গাপুর
তারিখ : ২৯.০৭.২০২৪
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — भारत सरकार का उपक्रम — Union Bank of India — A Government of India Undertaking
আঞ্চলিক অফিস: দুর্গাপুর, বেঙ্গল অম্বুজা,ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন-৭১৩ ২১৬ ফোন: ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২-এর অ্যাক্ট নং ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণকে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, সহ- ঋণগ্রহীতা জামিনদার এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ টাকায় গ) দখলের তারিখ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) মেসার্স সন্তোষী মা রাইস মিল, কুনাল ঘোষ, ছন্দা ঘোষ, অরিজিৎ ঘোষ, শুভব্রত ঘোষ, সুষমা ঘোষ, অনুপম ঘোষ, অনির্বাণ ঘোষ খ) বর্ধমান প্রধান শাখা	কারখানার জমি ও বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার জেএল নং ১০৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৬৯৮, ৪৬৯৯, ৪৭০০ ও ৪৮০৬, আরএস ও এলআর প্লট নং ২৩২, মৌজা - কুরমুন, থানা- দেওয়ানদিঘি, জেলা , পূর্ব বর্ধামান, কুরমুন পঞ্চায়েত অধীনে, **কুণাল ঘোষ, অনুপম ঘোষ, সুষমা ঘোষ, সুব্রত ঘোষের মালিকানাধীন।** **সীমানা:** উত্তর - শ্রী স্বপন পাক্রের জমি, দক্ষিণ - বর্ধমান থেকে নবদ্বীপ রোড, পূর্ব - শ্রী স্বপন পাক্রের জমি, পশ্চিম - মালিকদের জমি দ্বারা।	ক) ০৭.০৫.২০২৪ খ) ১,৫১,৫৯,৩০২.০০ টাকা (এক কোটি একান্ন লক্ষ উনষাট হাজার তিনশো দুই টাকা মাত্র) তদুপরি ০৬.০৫.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ এবং তার উপর সুদ সহ বকেয়া আছে। গ) ২৯.০৭.২০২৪
২.	ক) ঋণগ্রহীতা- মেসার্স সত্যনারায়ণ রাইস মিল ইউনিট ১ অংশীদারগণ : ১. অভিজিৎ পাঁজা ২. মালা পাঁজা জামিনদারগণ : ১. কাটু রানী পাঁজা ২. পিরু রঞ্জন পাঁজা খ) পুলিশ লাইন, বর্ধমান শাখা	জমি কারখানার শেড এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ১৫০ ডেসিমেল ও এলআর নং ৫৫৫৭, আরএস প্লট নং ৪৩, ৪৮, ৫০, ৫৩, এলআর প্লট নং ৬৬, ৭২, ৭৪, ৭৭ মৌজা , আকুই এ অবস্থিত, জে.এল. নং ১১৮, থানা - ইন্দুয়া, জেলা - বাঁকুড়া, **মেসার্স সত্যনারায়ণ রাইস মিল ইউনিট ১ (অভিজিৎ পাঁজা) -এর মালিকানাধীন। সীমানা:** উত্তর - ইন্দাস আকুই রোড, দক্ষিণ - অন্যদের জমি, পূর্ব - বোওয়াইচন্ডী রোড, পশ্চিম - অন্যদের জমি দ্বারা। সেইসঙ্গে **মেসার্স সত্যনারায়ণ রাইস মিল ইউনিট ১** -এ অবস্থিত কারখানার প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির হাইপোথেকেশন চার্জ সহ।	ক) ০৭.০৫.২০২৪ খ) ৫,২১,৪৯,২৮৬.০০ টাকা (পাঁচ কোটি একুশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশো ছিয়াশি টাকা মাত্র) তদুপরি ০৬.০৫.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ এবং তার উপর সুদ সহ বকেয়া আছে। গ) ৩০.০৭.২০২৪

তারিখ: ৩১.০৭.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফের ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির শিকার মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ছেলেধরা সন্দেহে পশ্চিমবাংলায় বেশ কয়েক জায়গায় গণপিটুনির ছবি সামনে এসেছে। গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকটি। এরপরই প্রশাসনকে গণপিটুনি রুখতে মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দেন। গণপিটুনিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন প্রশাসনকে। ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি থেকে ভিক্ষাবৃত্তি করে খাওয়া মানুষজন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পর প্রশাসন গণপিটুনিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ও প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের পরও গণপিটুনি যেন রোখা যাচ্ছে না।

মঙ্গলবার আবার ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ছবি সামনে এল। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের নবঘনপুর গ্রামে। সূত্র মারফত জানা যায়, গ্রামের পাশেই একটা জায়গায় এক মাঝবয়স্ক ব্যক্তিকে ছেলেধরা সন্দেহে তাড়া করেন স্থানীয় মানুষজন। ভয় পেয়ে ওই ব্যক্তি দৌড়ন। গ্রামের লোকেরা তাড়া করে সেই ব্যক্তিকে নবঘনপুর গ্রামের কাছে এসে ব্যক্তিকে ধরেন, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় একটা সিমেন্টের পিলারে। অভিযোগ, তারপরেই চলে ব্যাপক মারধর। ঘটনার খবর পেলেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ।

সূত্র মাত্র জানা যায়, ব্যক্তির নাম কিশন পাহাড়ি। অণ্ডালের শঙ্করপুর ৭ নম্বর এলাকার বাসিন্দা, বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। ব্যক্তিটি মানসিক ভারসাম্যহীন। ওই ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশকেও চরম বেগ পেতে হয়। ঘটনায় উত্তেজিত জনতার হাতে পুলিশ এবং বেশ কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ারও মার খান বলে জানা যায়। পুলিশ উত্তেজিত জনতার হাত থেকে আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তি চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবারের এই ঘটনা এই স্বাভাবিক কারণেই আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।

হাওড়া-মুম্বইগামী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় আহতদের ফেরানোর চেষ্টা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কেউ যাচ্ছিলেন ব্যবসার কাজে, আবার কেউ চিকিৎসা করাতে। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুরে আচমকায় হাওড়া-মুম্বইগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনায় আহত হলেন মালদার ছ'জন যাত্রী। আহতদের বাড়ি ইংরেজবাজার ও চাঁচোল থানা এলাকায়। রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নিয়েই মালদার আহত যাত্রীদের ফেরানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

যদিও এই দুর্ঘটনার পর মালদার আহত মালদা ট্রেনযাত্রীরা মোবাইলে ভিডিও কল করেই সুস্থ থাকার কথা বাড়ির লোকদের জানিয়েছেন। তবে হাওড়া- মুম্বইগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনায় এখনও আতঙ্কের ছাপ রয়েছে আহত যাত্রীর পরিবারদের মধ্যে। সুস্থ ভাবে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বাড়ির লোকেরা। যদিও মালদার আহত যাত্রীদের ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুর এলাকার সরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ ও রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদায় আহত যাত্রীদের নাম জামশেদ শেখ (৩৩), সোহরাব আলি হোসেন (৪০), কাদির শেখ (২৪)। এঁদের বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের লদীঘাট বালুপুর এলাকায়। ওপর তিনজনের নাম রাজু শেখ (৪২) । তাঁর বাড়ি চাঁচল থানা এলাকায়। বাদল কুমার দাস (৬৬) এবং তাঁর স্ত্রী সবিতা দাস (৫৭)। তাঁদের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার কোতুয়ালি এলাকায় । বৃদ্ধ এই দম্পতি মুম্বাইয়ে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন। বাকিরা প্রত্যেকেই ব্যবসার কাজেই মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে সোমবার রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে ওই ট্রেনে রওনা দিয়েছিলেন।

ইংরেজবাজারের নরহাট্টা এলাকার বাসিন্দা ওই ট্রেনের যাত্রী আহত কাদের শেখের মা রুমেলা বিবি বলেন, 'আমার ছেলে ফলের ব্যবসা করে। মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকেই ফলের আমদানির জন্য সেখানকার পাইকারদের সঙ্গে কথা বলতেই ওই ট্রেনে করে ও যাচ্ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার সকালেই যখন ট্রেন দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি, তখনই ছেলেকে ফোন করার চেষ্টা করি। কিন্তু ফোনে যোগাযোগ করতে পারিনি। দীর্ঘক্ষণ পর ছেলে ভিডিও কল করে গোটা পরিস্থিতির কথা

জানায়। তবে ছেলে সুস্থ আছে। ঘাড়ে ও হাতে সামান্য আঘাত লেগেছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে। তড়িঘড়ি ছেলেকে বাড়ি ফিরে আসতে বলেছি। ওর জন্য চিন্তা হচ্ছে।'

অপর ট্রেন যাত্রী জামশেদ শেখের স্ত্রী সামিনা খাতুন বলেন, 'মালদা থেকে আম এবং আমসত্ত্ব রপ্তানির কাজ করেন তাঁর স্বামী। মুম্বইয়ের ফল বাজারে বেচাকেনা রয়েছে স্বামী জামশেদ শেখের। ব্যবসার জন্য স্বামী হাওড়া-মুম্বইগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চক্রধরপুর এলাকার কাছে এদিন ভোট সাড়ে চারটা নাগাদ লাইনচ্যুত হয় ওই ট্রেনটি। সকালে দুর্ঘটনার খবর লোকমুখে জানতে পারি। এরপর ফোনে যোগাযোগ করেই ভিডিও কল করি। স্বামী জানিয়েছেন আপাতত সুস্থ আছে। তবে সঙ্গে থাকা জামাকাপড়ের ব্যাগটা খুঁজে পাননি। তবুও চিন্তা হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে ততই মঙ্গল।'

এদিকে বৃদ্ধ ইংরেজবাজারের দাস দম্পতির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাদলবাবু তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মুম্বইয়ে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনায় তিনিও সামান্য চোট পেয়েছেন। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া-মুম্বইগামী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঝাড়খণ্ডের চক্রধরপুর এলাকায় ১৬টি বগি লাইনচ্যুত হয়। তাতেই দুই যাত্রী মারা গিয়েছেন। অনেকজন জখম রয়েছেন। আহতদের মধ্যেই মালদা জেলার ৬ জন যাত্রী রয়েছে। যদিও আহত মালদার যাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

সরকারি গাছ গায়েব, টাকা কোথায় ? আন্দোলনের ডাক গোষ্ঠীর মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গাছ কেটে ফাঁকা, গাছের টাকা কোথায় গেল প্রশ্ন তুলে পঞ্চায়েত তালা দেওয়ার হুঁশিয়ারি স্বনির্ভর দলের মহিলাদের। গাছের লালনপালন করে প্রাপ্য টাকা না পেলে বড়সড় আন্দোলনের ডাক স্বনির্ভর দলের মহিলাদের। গাছ কেটেছে কারা পঞ্চায়েতের জানা নেই বলে দাবি। অনুমতি না নিয়ে কারা গাছ কাটল প্রধানের কাছেও তা অজানা বলে দাবি। বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সরকারি গাছ কাটা নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলে শুরু হল তরজা। উঠে এল গাছ নিয়ে মোটা টাকার দুর্নীতির তত্ত্ব। বিজেপির কটাক্ষ, তৃণমূলের লোকজন গাছ চুরি করেছে। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের দাবি, তদন্ত হবে যেই হোক ছাড় পাবে না।

সূত্রের খবর, সরকারি ভাবে গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে লাগানো প্রায় দেড় হাজার বড় গাছ উধাও বলে দাবি। বেশ কয়েক বছর আগে বাঁকুড়ার মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দাঁতিনা গ্রাম সংলগ্ন ঘোরসুমদ্রা পুকুর পাড়ে মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে লাগানো হয়েছিল সোনাঝুরি সহ বেশ কিছু প্রজাতির গাছ। স্থানীয় হরিনাবাদ গ্রামের তিনটি স্বনির্ভর দলের প্রায় ৪৫ জন মহিলা গাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পান।

প্রায় একমাস আগে হঠাৎ করে বড় বড় গাছগুলি কেটে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। গাছ কাটা নজরে আসতেই চক্ষু চড়কগাছ ওই গ্রামের মহিলাদের। মহিলাদের অভিযোগ, তাঁরা গাছ লাগালেন, গাছ পাহারা রক্ষণাবেক্ষণ করলেন অথচ গাছ কেটে বিক্রি হয়ে গেলেও তাঁরা কানাকড়িও পেলেন না। এটা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার ছিল। তাঁরা কেন তাঁদের প্রাপ্য টাকা পেলেন না এই বিষয়ে প্রধানের দ্বারস্থ হয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি স্বনির্ভর দলের মহিলাদের। তাই কে গাছ কাটল কী ভাবে গাছ কাটল এবং গাছ কাটা ও বিক্রির মোটা টাকা কোথায় গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওই গ্রামের গোষ্ঠীর মহিলারা। গাছ বিক্রির ভাগ না পেলে পঞ্চায়েত প্রধানকে তালাবন্দি করে রাখার হুঁশিয়ারি দিলেন স্বনির্ভর মহিলা সদস্যরা।

রাইস মিলে গ্যাস লিক, দগ্ধ ৪ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: মঙ্গলবার সকালে আউশগ্রামের বেলাড়ি গ্রামে একটি রাইস মিলে রান্নার গ্যাস লিক করে অগ্নিদগ্ধ হলেন ৩ জন শ্রমিক ও এক মহিলা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বেলাড়ির ওই রাইস মিলে সকালে কর্মীদের একটি মেসে চা বানানোর সময় প্রথম গ্যাস লিক করার ঘটনা সামনে আসে। পরে তিন শ্রমিক গ্যাস ঠিক করে দেওয়ার কথা বলে রান্নার মাসিকে। কিন্তু এক কাপ করে চা খেয়ে গ্যাস ঠিক করে দেওয়ার কথা বলে ওই তিন শ্রমিক। তাই তাদের জন্য চা বানাতে যান ওই মহিলা। এর পরেই মেসে সেই সময় ঘটনাস্থলে থাকা তিনজন শ্রমিক ও এক মহিলা দগ্ধ হন।

তাঁরা হলেন পার্থ ঘোষাল (২৪), চঞ্চল পাল (৩৫) , চন্দ্রনাথ রায় (৩০), ঝর্না কুন্ডু (৫৮) নামে এক মহিলা। তাঁদের সকলকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাইস মিলের মালিক দিলীপ কুমার সাউ জানিয়েছেন, কিছু পরিকাঠামোগত খামতি তাঁদের আছে। রাইস মিলের অগ্নি নির্বাপক ব্যাবস্থাও রয়েছে। ঘটনাটি মিলের শ্রমিকদের মেসে ঘটেছে, সেখানে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা ছিল না। গ্যাস লিক হচ্ছে বোঝার পরও কিছু শ্রমিক রাঁধুনি ঝর্না কুন্ডুকে সকালের চা করে দিতে বলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল চা খেয়ে তারপর গ্যাস লিক ঠিক করার। কিন্তু তার আগেই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তাঁরা আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যপোরে নজর রেখে ছেন বলে জানিয়েছেন।

স্বামীকে গলা টিপে খুনে অভিযুক্ত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ঘরের মধ্যে স্বামীকে গলা টিপে খুন করে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে মেমারি থানার অন্তর্গত মেমারি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কদমপুকুরের ক্যানেলের বাঁধ এলাকায়।

মঙ্গলবার সকালে এলাকার মানুষ তালা ভেঙে দেখতে পান, মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বছর পঞ্চাশের খোকন বাগ। তবে খোকনবাবুর স্ত্রীকে খুঁজে না পাওয়ার ফলে এলাকাবাসীর ধারণা, তাঁরই স্ত্রী গলা টিপে খুন করে পালিয়ে গিয়েছেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়। খবর দেওয়া হয় মেমারি থানায়। মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

প্রতিবেশীদের দাবি, খোকন বাগ নিত্যদিন মধ্যপ অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি করতেন। সোমবার রাতেও তাঁদের মধ্যে অশান্তি হয়। রাগের বশেই হয়তো স্বামীর গলা টিপে খুন করেছেন তাঁর স্ত্রী। এলাকাবাসীর দাবি, এই ঘটনার পুলিশ তদন্ত করে দোষীর বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

টলিপাড়ার সমাধানে আশাবাদী দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে ঘাটাল ও পাঁশকুড়া এসে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে মত প্রকাশ করলেন ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। তিনি বলেন, ফেডারেশনেরও ভাবা উচিত। কারণ, এখন চারগুণ টাকা চাইলে বাইরের প্রোডিউসাররা আর কোনও সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ করতে এই বাংলায় আসবে না। তাতে ক্ষতি বাংলা ইন্ডাস্ট্রি এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের।

নির্বাচনে জেতার পর একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে সোমবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ঘাটালে আসেন তৃণমূল সাংসদ অভিনেতা দেব। প্রথমে দাসপুরে দলীয় কর্মসূচি শেষ করে বৃক্ষরোপণ করেন। তারপর যান বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে। বিদ্যাসাগরের ১৩৪তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে ঘাটালের মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের যোগ দেন।

সেখানে সাংবাদিকদের বলেন, 'ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কাজ এগোচ্ছে। জমি পরিমাপের কাজ শেষ হয়েছে। এরপর জমি অধিগ্রহণ করা হবে।' টলিউডের সমস্যা নিয়ে বলেন, 'এই সমস্যা ফেডারেশনের প্রত্যেকের। কিছু নিয়ম রয়েছে, যেগুলি বাদ দিতে হবে। বাইরে থেকে কোনও প্রোডিউসার এলে তাঁদের কাছে চার গুণ অর্থ দাবি করা হয়। সে ক্ষেত্রে ক্ষতিটা প্রত্যেকের। বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ কমে যাচ্ছে। তাই ফেডারেশনের ভাবা উচিত। দেবের আশা, বুধবার বিকেলের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। না হলে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি হয়ে যাবে।'

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ব্যক্তির, প্রতিবাদে অবরোধ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের বাঘাজোল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সাতসকালে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন পল্টু রায় নামের এক ব্যক্তি। তড়িঘড়ি এলাকার মানুষরা আহত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে প্রথমে জয়পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই খবর এলাকার মানুষের কাছে এসে পৌঁছতেই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন তাঁরা। এরপর বাঘাজোল এলাকায় দু'নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলে পথ অবরোধ। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন জয়পুর থানার পুলিশ এবং কোতুলপুর ট্র্যাফিক ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং পুলিশের আশ্বাসে অবশেষে পথ অবরোধ তুলে নেন এলাকার মানুষরা। এলাকার মানুষদের দাবি, পল্টু রায় নামের ওই ব্যক্তি সকালে প্রাতঃক্রিয়া সারতে যাচ্ছিলেন সেই সময় একটি বেপরোয়া পিকআপ ভ্যান তাঁকে ধাক্কা মারলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৭ জুলাই এইচএম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল এইচএম এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বাগদেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে। এরপর বোর্ডের পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও জয়েন্ট ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে অতিথিরাও ছাত্রছাত্রীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এক্ষেত্রে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের অবদানের কথা তুলে ধরেন। এদিনের বিশেষত্ব ছিল শিশুদের গ্র্যাজুয়েশন দিবস। এটি এই বিদ্যালয়ের বিশেষ আকর্ষণীয় দিক। শিশুদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মাঝে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানটি হয়। প্রধান শিক্ষিকা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন। অভিভাবকদের উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভদ্রেশ্বর সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর মহম্মদ সালাউদ্দিন খান মহাশয়। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ এবং সিইও ডক্টর প্রফেসর শুভ্রশেখর সরকার, মাহেশ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল, ডক্টর সম্রাট বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ম্যানেজার ও রেক্টর সুদীপ্তা বোস, প্রধান শিক্ষিকা সোনিতা রায়, শিক্ষা অধিকর্তা নিতু চট্টোপাধ্যায় সহ প্রধান শিক্ষিকা মনীষা সিং এবং কার্যনির্বাহী সচিব কল্পনা ডিক্রুজ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন অছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে **২১.০৮.২০২৪** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা)** নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) মেসার্স কৃষ্ণা রেডিমেড সেন্টার (স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক, ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) শ্রীমতি বীথিকা ভৌমিক (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক ঠিকানা : ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩ খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৬৬৫ বর্গফুট নির্মিত জমিস্থিত পরিমাণ কমবেশি ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ২১ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, আরএস দাগ নং ৪৩, খতিয়ান নং ১৫৫০/৩, দাগ নং ২০৬০, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, পরগনা : খাসপুর, প্রেমিসেস নং ৫৪৪স ২ নং বাচার পাড়া, কলকাতা : ৭০০০৬৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৩০৯৮ তারিখ১৪.০৯.১৯৯৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫৩, পৃষ্ঠা ১২ এবং বিক্রয় দলিল নং ১-২৩৫৭ তারিখ ১৯.০৬.২০০১,বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫৪, পৃষ্ঠা ১৮৫ থেকে ১৯২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, স্বত্বাধিকারীরর নাম শ্রী কৃষ্ণ পদ ভৌমিক, পিতা প্রয়াত ধনঞ্জয় ভৌমিক। চৌহদ্দি : উত্তরে : বিশ্বনাথ দেবনাথের (অংশ দাগ নং ২০৬০) ভবন এবং জমি, দক্ষিণে : সত্য নায়েক (অংশ দাগ নং ২০৬০)এর জমি এবং ভবন,পূর্বে : বিজয় মন্ডল (দাগ নং ২০১৮) এর জমি,পশ্চিমে : ১২ ফুট কেএমসি সড়ক। দখলের ধরন : প্রতীকী।	১৫,০৮,৬৩২.০০ টাকা (পনের লাখ আট হাজার ছশো বত্রিশ টাকা) ২১.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50237417944 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২১ আগস্ট ২০২৪ (২১.০৮.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট-ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ **(যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **১) www.indianbank.in** এবং **২) https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "৮২৯১২২০২২০"-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জীবন হাতে করে বেঁচে আছেন ১৫ বছরের প্রাক্তন প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়...।'

হাওড়ার শ্যামপুরের আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশুপতি খাঁড়া ৮০ কাছাকাছি বয়স। একদা আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ বছরের পঞ্চায়েত প্রধান এবং পাঁচ বছরের শ্যামপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ পশুপতি খাঁড়া আজ বাস করছেন মাটির এঁদো ঘরে। যার টালির চাল প্রায় ভেঙে পড়েছে। শুধু তাই নয় মাটির দেওয়াল বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাতে তালপাতার আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ঘরের ভিতরে এবং বাইরে একাধিক বড় গর্ত-যেখানে সাপের বসবাসই স্বাভাবিক। আর এই পরিবেশেই দিন কাটাচ্ছেন আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান পশুপতি খাঁড়া।

অভিযোগ, বেশ কয়েকবার বিডিও থেকে শুরু করে জেলাশাসকের কাছে দরবার করেও মেলেনি ঘর। তাই এই মুহূর্তে এভাবেই জীবন চালাচ্ছেন অশীতিপর

এই বৃদ্ধ। অথচ একটা সময় তাঁর কথাতেই আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাঘে গোরুতে জল খেত। কিন্তু পশুপতিবাবুর এই অবস্থা কেন? কেনই বা তিনি এই ভাবে দিন কাটাচ্ছেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গিয়েছে, একটা সময়ে পশুপতিবাবুর বেশ কিছু জমিজমা ছিল। রাজনীতি করার সুবাদে তার সবটাই বিক্রি করে দিয়েছেন।

এখন তিনি নিঃস্ব। এখন দুবেলা দুমুঠো জোগান দেন এক ভাইপো। এখন আর তেমন কেউ দেখা করতে আসে না তার ছোট জামিরা গ্রামের কুঠিরে। স্ত্রী গীতাদেবী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা হলেও প্রথম সন্তান হওয়ার সময়ে মারা যান। বাঁচানো যায়নি সন্তানকেও। কিন্তু ওঁর জন্য কিছু কি করা যায় না?-এই প্রশ্নের উত্তরে আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান তথা তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মণ্ডলল জানান, ওঁকে বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। নিজের নামে কোনও জমি না থাকায় সার্ভে লিস্টে নাম আসেনি। তাই বাড়ি করে দেওয়া যায়নি।

তবে বিরোধী মতের মানুষ বলে, 'ওঁকে আমরা অসম্মান করিনি। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতার মধ্যে থেকে যে টুকু করার অবশ্যই করা হচ্ছে, হবে।' অন্যদিকে যে দলের জন্য তিনি সর্বস্ব বিক্রি করেছেন সেই সিপিএমের স্থানীয় নেতৃত্বও আর তেমন একটা খোঁজ নেন না বলে আক্ষেপ স্থানীয় বাসিন্দাদের। যদিও এ বিষয়ে মুখে কিছু বলতে চাননি পশুপতিবাবু। তবে তাঁর দীর্ঘশ্বাসই প্রমাণ করে 'কেউ কথা রাখেনি...।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড
থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক রঘুনাথগঞ্জ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১১.০৯.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া **২৪,০৪,৬৫৮.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ চার হাজার ছয়শো আটান্ন টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২১,৩১,৭৮৬.০০ টাকা + ২,৭২,৮৭২.০০ টাকা) **১০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক রঘুনাথগঞ্জ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা আছে এবং **"মৃত প্রয়াত শিশির হালদারের এস্টেটে" (যেহেতু ১৫.০৫.২০২৩ তারিখে মারা গেছেন) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) প্রতিনিধিত্ব করছেন আইনি উত্তরাধিকারি অর্থাৎ ১. শ্রীমতী সোনালী হালদার,** স্বামী- প্রয়াত শিশির হালদার, গ্রাম এবং পোস্ট - মিঠিপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২১৩, পশ্চিমবঙ্গ -এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) "প্রয়াত শিশির হালদারের এস্টেটে" (যেহেতু ১৫.০৫.২০২৩ তারিখে মারা গেছেন) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) প্রতিনিধিত্ব করছেন আইনি উত্তরাধিকারি অর্থাৎ, ১. শ্রীমতী সোনালী হালদার, স্বামী- প্রয়াত শিশির হালদার গ্রাম এবং পোস্ট - মিঠিপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২১৩, পশ্চিমবঙ্গ খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সেখানে থাকা বিল্ডিং সহ যার জেএল নং ০৬, মৌজা- রঘুনাথগঞ্জ, প্লট নং এল আর-১৫৩৯, খতিয়ান নং আরএস ২৯৩৯, ২৯৪০, খতিয়ান এলআর- ৫৫৬৬ জমির ক্ষেত্রফল -২.৩১৮ ডেসিমাল, গ্রাম-গোয়ালপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ, পোস্ট- রঘুনাথগঞ্জ ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ২২৫, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ বাড়ি, টাইটেল ডিড নং আই-৫৯৬২, তারিখ- ১২.০৪.২০২২, এডিএসআর - জঙ্গিপুরে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি শ্রী শিশির হালদারের নামে রয়েছে। উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শোভা কর্মকারের সম্পত্তি, দক্ষিণ- পিসিসি রোড, পূর্ব- মেঘুলাল ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিম- কৃষ্ণ মুখার্জির সম্পত্তি।	২৪,০৪,৬৫৮.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ চার হাজার ছয়শো আটান্ন টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২১,৩১,৭৮৬.০০ টাকা + ২,৭২,৮৭২.০০ টাকা) ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ২৩.০১ লক্ষ টাকা (*) (তেইশ লক্ষ এক হাজার টাকা মাত্র) খ) ২.৩১ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র ঘ) IDIB30449386570 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ১১.০৯.২০২৪; সময় : দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://ebkray.in

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ই-অকশন ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক অর্থাৎ **www.indianbank.co.in** এবং এছাড়াও ই-বিক্রয় পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** দেখুন। দরদাতা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহ করে ই-বিক্রয় ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ **support.ebkray@psballiance.com** দেখুন। সমস্ত দরদাতাদের বাধ্যতামূলকভাবে পোর্টালের মাধ্যমে ই-অকশনে অংশগ্রহণ এবং নিবন্ধনের জন্য কেওয়াইসি নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে।
যেকোনো প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **ই-বিক্রয় হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০** -এ কল করুন **এবং ইমেল আইডি- support.ebkray@psballiance.com** -এ মেইল করুন। অপারেশন/রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **https://ebkray.in**। ফাইন্যান্স/ইএমও স্ট্যাটাস **https://ebkray.in**। ই-বিক্রয় পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বর হল '৮২৯১২ ২০২২০'।
দরদাতাদের **https://ebkray.in** এবং **www.indianbank.co.in** -এর ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ৩০.০৭.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : রঘুনাথগঞ্জ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সিঙ্গুরে রাস্তা তৈরিতে উত্তেজনা

তৃণমূলের উপস্থিতিতে বাবা-মেয়েকে রাস্তায় বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: পাড়ার ঢালাই রাস্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। তৃণমূল নেতানেত্রীদের উপস্থিতিতে বাবা ও মেয়েকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। সামনে এসেছে ভিডিও। তাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। অস্বস্তি বাড়ছে শাসকদলের। চাঞ্চল্যকর ঘটনা সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পাড়া এলাকার।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় পাকা রাস্তা তৈরি নিয়ে দুই প্রতিবেশীর ঝামেলা দীর্ঘদিনের। জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। এরই মধ্যে ফের গত রবিবার থেকে নতুন করে শুরু হয় ঝামেলা। পঞ্চায়েতের তরফ থেকে রাস্তা নির্মাণের জন্য শুরু হয় মাপজোক। সোমবার শুরু হয়ে যায় রাস্তা তৈরির কাজ। তারপরই উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা। জোরপূর্বক জায়গা দখল করে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ তোলে সাঁতরা পরিবার। বাধা দিতে গেলে পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা তাঁদের আক্রমণ করে বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্য প্রভাত কুমার সাঁতরার। যদিও শাসকদলের লোকজন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁরা পালটা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সাঁতরা পরিবারের দিকেই। তাঁদের দাবি, ওরাই অহেতুক রাস্তা তৈরিতে বাধা দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো ক্লিপ। যদিও তার সত্যতা যাচাই করা হয়নি। তাতেই দেখা যাচ্ছে, এক মহিলাকে বাঁশ দিয়ে মারধর করা হচ্ছে। পরিবারের বাকি সদস্যরা চিৎকার-চেঁচামেচি করছেন। অন্য একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে দুই মহিলা হাতে বটি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছেন রাস্তা তৈরির কাজে আসা কর্মীদের দিকে। প্রভাত সাঁতরা বলছেন, তাঁদের জায়গা দখল করে জোর করে ঢালাই রাস্তা করা হচ্ছিল। সেই জায়গা নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। তাঁরা রাস্তা তৈরির প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদের মারধর করা হয়। তাঁর বাবা ও বোনকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মানিক দাস-সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতা-কর্মীরা দাঁড়িয়ে থেকে এটা করিয়েছেন। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করছেন সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মানিক দাস।

তাঁর দাবি, সাঁতরা পরিবারের সদস্যরা তাঁদেরই আত্মীয়দের যাতায়াতের রাস্তা অন্যায় ভাবে দখল করে নিকাশি নালা তৈরি করেছিল। মীমাংসার পরেও রাস্তা তৈরি করতে যাওয়া হলে ওরাই বটি নিয়ে কর্মীদের দিকে তেড়ে যায়। এমনকী যে মারধরের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে তাতে তৃণমূলের কেউ জড়িত নন বলেও দাবি করেছেন তিনি।

বিডিও অফিসে ত্রিপলের জন্য কাঁদছেন মহিলা! নিন্দার ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিডিও অফিসে বসে কাঁদছেন মহিলা। সামান্য একটা ত্রিপলের আবেদনের জন্য। একটি দেখার নেই তাঁকে। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত আছেন। সাধারণ মানুষের কথা কে ভাবে। অবশেষে শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মহিলা। এই ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল এক নম্বর বিডিও অফিসে।

মহিলার অভিযোগ, 'চাল খড় করে দিয়েছে, ঝিটেবেড়া ঘরে থাকি। ত্রিপলের জন্য এসেছিলাম। গরিবের কেউ নেই। গরিবদের রক্ত চুষে খাবে সবাই। বিডিওর কাছে গিয়েছিলাম। কিছুই দেয় না। কুকুরের মতো তাড়াচ্ছে। ভোটের সময় দাদা দিদি বলা হয়। তারপর কেউ পাশে নেই।' মহিলাটির বাড়ি খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েতের সোনা-দিগরিতে। নাম মায়া হাজরা। স্বামী ও শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ঝিটেবেড়া বাড়িতে বসবাস করেন। বর্ষার বৃষ্টির জন্য সেই বাড়িতে জল পড়ছে। ত্রিপল পাওয়ার জন্য তিনি খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধানকেও নাকি জানালেও কোনও সহযোগিতা পাননি বলে দাবি। অবশেষে খানাকুল ১ নম্বর বিডিও অফিসে আসেন। লোকসভা ভোটের আগে থেকেও তিনি বারবার ত্রিপলের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মায়াদেবী অনেক কষ্ট করে বিডিওর সাক্ষাৎ পান। বিডিও ত্রিপলের জন্য তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেও, তাঁকে হয়রান হতে হয় বিডিও অফিসের এক অস্থায়ী কর্মীর কাছে। অভিযোগ, গরিব ওই মহিলাকে নানা ভাবে হেনস্থা হতে হয় ওই অস্থায়ী কর্মীর দ্বারা। তাঁকে নাকি বিভিন্ন অফিসে যাওয়ার কথা বলা হয়। ক্ষোভে দুঃখে কেঁদে ফেলেন মহিলা। বিডিও অফিসের বহু মানুষ মহিলাকে অসহায় ভাবে কাঁদতে দেখেন। কিন্তু সহযোগিতার জন্য কেউ হাত বাড়াননি।

বিডিও অফিসে এসে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মিণ্টু পাল মহিলাকে কাঁদতে দেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সহ-সভাপতির হস্তক্ষেপে অসহায় মহিলাটি ত্রিপল থেকে শুরু করে শিশুকন্যার জামা প্যান্ট ও একটি কাপড় প্রশাসন থেকে দেওয়া হয়। খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতির এই কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন মহিলাটি।

জমি জালিয়াতির অভিযোগে মায়াপুর থেকে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জমি জালিয়াতির অভিযোগে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে কৌশল শেখ নামে অভিযুক্তকে মায়াপুর মোল্লাপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম কৌসর শেখ। তার বাড়ি নবদ্বীপ থানার মায়াপুর ফাড়ি এলাকার মায়াপুর মোল্লাপাড়ায়। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে ধৃত ওই অভিযুক্তকে প্রতারণা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হলেও, বিচারক ৬ দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেন।

পুলিশ ও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে খবর, সম্প্রতি নবদ্বীপ ও মায়াপুরের একাধিক জায়গায় অবৈধ ভাবে জমির চরিত্র বদল করে জোরপূর্বক সেই জমিতে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ ওঠে ধর্মেন্দ্র সিং সহ তার একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে গোপনে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। তদন্ত শেষে নিশ্চিত হতেই সোমবার নবদ্বীপ থানায় এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নবদ্বীপের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক নবীন গৌতম। মূল অভিযুক্ত ধর্মেন্দ্র সিং ও তার এক শাকরেদ পলাতক বলে জানা যায়। অন্য আরও এক বিদেশি আলেকজান্ডারের খোঁজ চালাচ্ছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

SBI এসবিআই বিনোদনগর সাব (০৮৮৫৯)
গ্রাম : বিনোদনগর, পোস্ট: বিনোদনগর, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১৫৫
ই-মেইল: sbi.08859@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ৩০.০৫.২০২৩ তারিখে **দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ **সুকদেব বিশ্বাস, পিতা - হরিপদ বিশ্বাস, গ্রাম ও পোস্ট- নাজিরপুর, থানা- নাজিরপুর, জেলা- নদিয়া, পিন নম্বর - ৭৪১১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টর মীরা বিশ্বাস, স্বামী - সুকদেব বিশ্বাসগ্রাম ও পোস্ট- নাজিরপুর, থানা- নাজিরপুর, জেলা- নদিয়া, পিন নম্বর - ৭৪১১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ এ/সি নং ৩৪৭৪১১৭৭৫৩ (সিসি) ৮,৩৬,১৬৯.১৮ টাকা (আট লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশো উনসত্তর টাকা এবং আঠারো পয়সা মাত্র) এবং এ/সি নং ৩৯৩৬৬৫৫৪৬৮২ (জিইসিএল) ৮৩,৩৯৭.৭৫ **টাকা (তিরাশি হাজার তিনশো সাতানব্বই টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) মোট ৯,১৯,৫৬৬.৯৩ টাকা (নয় লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশো ছেষট্টি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র)** ২৫.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২৬.০৫.২০২৩ থেকে সুদ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯ জুলাই, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তি নিয়ে কোনওরূপ লেনদেনে, **৯,১৯,৫৬৬.৯৩ টাকা (নয় লক্ষ উনিশ হাজার পাঁচশো ছেষট্টি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র)** ২৫.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি ২৬.০৫.২০২৩ থেকে ব্যয়, চার্জ সহ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পত্তির দায়মুক্ত করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী- সুকদেব বিশ্বাস, পিতা- হরিপদ বিশ্বাস, গ্রাম ও পোস্ট- নাজিরপুর, থানা- নাজিরপুর, জেলা- নদিয়া, পিন নম্বর - ৭৪১১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ।

জমি ও বিল্ডিং সহ প্রায় ০.০১(½) একর পরিমাপের জমি সম্পত্তির এবং অবিভক্ত অংশের সকল, যার মৌজা-৬৬ নাজিরপুর, জেএল নং-৬৬, খং আরএস-৭৬, খং হাল-১৭৭/২, দাগ নং ২৩৫/২, এলআর খতিয়ান - ১২১১, দাগ আরএস এবং এলআর নং - ৪১৪, ২০১৩ সালের দলিল নং - ০৪৬৮৬, পোস্ট - নাজিরপুর, থানা- নাজিরপুর, জেলা- নদিয়া, পিন নম্বর - ৭৪১১৬৫, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ: ২৯.০৭.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বিনোদনগর, নদিয়া — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Office of the Prodhan,
Niallishpara- Goaljan Gram Panchayat
Under Behampore Dev. Block.
Vill, P.O-Tikiapara,
Dist- Murshidabad.
E-N.I.T.-01/15th UNTIED/ NGGP /2024-25, 02/15th TIED/ NGGP /2024-25, 03/5th UNTIED/ NGGP /2024-25
Dated: **30/07/2024** is hereby invited through **online** by the Prodhan, NGGP, Berhampore, MSD. for Civil works up to **09/08/2024.**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
Niallishpara Goaljan G. P

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING TENDER NO. - WBIW/SDO/BIS/NIT-01/2024-2025
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from resourceful, Bonafide eligible contractors for 07(Seven) number of works. Last date & time of receiving application for the purpose of purchase of tender form is on **08.08.2024 up to 15.00 hrs.** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00 hrs**
Sd/- Sub-Divisional Officer
Berhampore Irrigation
Sub-Division Berhampore, Murshidabad

Office of the
GHOSHPARA GRAM PANCHAYAT
P.O- Muradpur Arji,
P.S.- Jalangi,
Dist- Murshidabad
TENDER NOTICE
E-Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 03/2nd Call/GGP/15th. CFC (Un-Tied)/ 2024-25** With Vide Memo No. **176/ GGP/2024-25, Dated: - 30-07-2024,** The Last date for online submission of tender is **06/08/2024 upto 02.00 P.M.**
For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Sl No 1.: NIET NO. 12/JAL/EO/15th FC (Tied and Un-Tied)/2024-2025, SL No.01 to 22.
Sl No. 2.: NIET NO. 13/JAL/EO/15th FC (Tied and Un-Tied)/2024-2025, SL No.01 to 02.
BDO, Jalangi Block Invites tender/NIQ from bonafied contractor, Agencies, Institute, individual for mentioned works. Details information is available at the undersigned office on any working days.
Sd/-
Block Development Officer
Jalangi Development Block,
Jalangi, Murshidabad.

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 06/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **30/7/2024 from 12.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **6/8/2024 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **8/8/2024 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 07/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **30/7/2024 from 1.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **6/8/2024 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **8/8/2024 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

---

e-Tender Notice
e-QUOTATION No 15/24-25 dt 29/07/24
NIT No 16/24-25 dt 30/07/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 5 nos) Total Amount Rs. 25,11,067.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. For e-QUOTATION No. 15/24-25 is 02/08/2024 upto 5 p.m. & for NIT No. 16/24-25 is last date & time is 07/08/2024 upto 12.00 PM. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ১২২_২০২৪-২৫, তারিখ ২৬.০৭.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য (**সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিক্ষেত্রের জন্য) সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে আইএনএসআইটিইউ গ্লুড জয়েন্টস-এর ফেব্রিকেশন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৯,৭০,৮১৪.৮৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,১৯,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৪-এ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, ইএমডি এবং টিডিসি — পেমেন্ট, বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-189/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NAGENDRAPUR GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O-Nagendrapur, PS-Raidighi, Dist-24 pgs(s), Pin-743383
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for the following (8nos.)work(s)
NIT-WB/S24PGS/MATH-II/NAGENGP/15THFC/23-24/DRAIN/TIED/E-NIT-07/2024-25. 08,09,10,11,12 DATE:-.30/07/2024
*Last Date of Submission on **01/08/2024 to 07/08/2024 upto 04:30 PM,**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Nagendrapur Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 4/24-25/FCXV/T Dated 30.07.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **14.08.2024 up to 12 noon**. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders. gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
SD/- Uttam Das, Chairman
Barrackpore Municipality

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/2024-25 2nd Call Dated [illegible]	Upgradation of Bituminous Road & Surface Drain from Dye Lane - 2 more to Geetkotola Shiv Mandir in Ward No 14 under Rajpur Sonarpur Municipality	[illegible]
WBMAD/ULB/RSM/2024-25 2nd Call Dated [illegible]	Interlocking Designer Concrete Paver Block Road from Mastarpara Jama Masjid to Baikunthapur Co-Operative in Ward No. 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality	[illegible]

Bid Submission end date: 14.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal, Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for 02 nos. CC road, 1 no. boundary wall, (vide NIT NO.03, sl no 1 & 3, sl 2). The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess is **Rs.130028, 104897, & 234900** respectively. The last bid submission date is **07/08/2024 till 01:00 pm.** Visit to our GP Office or wb tenders.gov.in for details.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

Office Of The
DEBKUNDU GRAM PANCHAYAT
P.O.+P.S. – Beldanga, Dist. – Murshidabad (W.B) , Pin. – 742133
NIeT. No. 02/Debkundu GP/2023-24 (3rd Call), Memo No.325 (19)/ DGP and Dated : 26/07/2024 NIeT. No. 15/Debkundu GP/2023-24(2nd Call), Memo No.326(19)/DGP and Dated : 26/07/2024 NIeT. No. 01/ Debkundu GP/2024-25, Memo No. 327(19)/DGP and Dated : 26/07/2024 Date of publishing: **30/07/2024 from 9.00 a.m.** on **htpp://wbtenders.gov.in** . Bid downloading starts from: **30/07/2024 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **05/08/2024 up to 6.00 p.m.** Last date of Bid submission: **05/08/2024 up to 6.00 p.m** Technical Bid opening date: **08/08/2024 after 11.00 a.m. NIeT. No. 02/Debkundu GP/2024-25, Memo No. 328(19)/DGP and Dated : 26/07/2024.** Date of publishing: **30/07/2024 from 9.00 a.m.** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **30/07/2024 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **05/08/2024 up to 4.55 p.m.** Last date of Bid submission: **05/08/2024 up to 4.55 p.m.** Technical Bid opening date: **08/08/2024 after 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Debkudu Gram Panchayat

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত
... **কর্পোরেট দেনাদার**
বিষয় : কর্পোরেট ডেটরের প্রয়াত কর্মীগণের আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বকেয়া প্রদান

মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য অর্ডার তারিখ ৩মে ২০২৪, I.A. 1519/KB/2022,CP(IB)03/KB/2017 কর্তৃক নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড-এর লিকুইডেটরকে ৩২৪ জন প্রাক্তন কর্মীর ২৪ মাসের বকেয়া লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ১৭ অক্টোবর ২০১৭ থেকে পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছে।
২৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখে শ্রমিক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দুই মৃত শ্রমিকের পক্ষ থেকে তাদের আইনি উত্তরাধিকারীকে বকেয়া প্রদান করতে হবে। দুইজন কর্মী এবং তাদের আইনি উত্তরাধিকারীর নাম লিকুইডেটরকে অবহিত করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লিখিত।
যদি অন্য কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট মৃত শ্রমিকের আইনগত উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে, তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিন, ১০ আগস্ট, ২০২৪ এর মধ্যে niccoliquidation@gmail.com-এ মেইলের মাধ্যমে লিকুইডেটরের অফিসে প্রমাণসহ যোগাযোগ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ধরনের কোনো যোগাযোগের অনুপস্থিতিতে, লিকুইডেটর নীচে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট আইনি উত্তরাধিকারীদের অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে :

ক্রম নং	প্রয়াত কর্মীর নাম	আইনি উত্তরাধিকারীর নাম (কর্মী ইউনিয়ন দ্বারা প্রদত্ত সংখ্যা)	প্রয়াত কর্মীর সহিত সম্পর্ক
১	অভিজিৎ মিদ্দে	শম্পা ঘোষ	বোন
২	মার্কেনডে পান্ডে	পার্বতী দেবী	স্ত্রী

নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত
স্বা/-
বিনোদ কুমার কোঠারি
রেজি. নং .IBBI/IPA-002/IP-N00019/2016-2017/10033
লিকুইডেটর

दामोदर घाटी निगम / DAMODAR VALLEY CORPORATION
वाणिज्यिक विभाग / COMMERCIAL DEPARTMENT
डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, कोलकाता-7000054 / DVC Towers, VIP Road, Kolkata - 700054

Notification No: DVC/COMML/MVCA/2024-25/3 — dated 31/07/2024

Notice to Consumers of Damodar Valley Corporation (DVC) and Purchasers of Electricity from DVC regarding Monthly Variable Cost Adjustment (MVCA) under the purview of the Hon'ble West Bengal Electricity Regulatory Commission

In terms of the West Bengal Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2011, recoverable Monthly Variable Cost Adjustment (MVCA) in accordance with the Monthly Variable Cost Adjustment Formula contained in the West Bengal Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2011, as amended, works out at 07 paisa per unit for the month of June, 2024 from the consumers of DVC and purchaser of electricity from DVC under the purview of West Bengal Electricity Regulatory Commission.
Such MVCA will be subject to annual reconciliation during determination of APR to be done by the Commission in accordance with the above Regulations.
Please follow the link "https://www.dvc.gov.in/cms-web/mvc_diff_ecr_wb" to view the detail computation available in the DVC Website.

A. Patra
Date : 31/07/2024 INF&PR/60/Comml/24-25 — Senior General Manager (Commercial)

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY
E-bids are invited by the Chairman-J.M.M for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of the work	NIT No.
1.	Illumination of street light with 6 mtr GI Octagonal pole with single arm and LED fixtures at different places under Jaynagar Majilpur Municipality area.	WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/07/2024-25 SL1 to 3
2.	Supply, Erection, fitting and fixing of 9 Mtr High Mast with 120W LED flood lights at different places under Jaynagar Majilpur Municipality.	
3.	Supply, Fitting and Fixing of 45W & 60W LED Street Light in existing poles at different location of JaynagarMajilpur Municipality Area.	

Tender ID: **2024_MAD_725101_1, 2024_MAD_725101_2, 2024_MAD_725101_3,** Bid submission starting date: **07/08/2024 at 09:00 AM.**
Bid submission closing date: **20/08/2024 at 05:30 PM.**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman, JoynagarMozilpur Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE

1) Name of the Work: Repairing of ICDS at Dhobighat, Ward- 01, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-67/24-2S
Tender ID : 2024_MAD_724651_1 • Estimated Amount : 2,00,564/-

2) Name of the Work: Construction of Permanent Kitchen Room and Repairing of Toilet at ICDS- 039, Chasi Para Netaji Colony, Ward No.- 21, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-66/24-25
Tender ID : 2024_MAD_724625_1 • Estimated Amount : 4,48,989/-

3) Name of the Work: Repairing of V.K Prasad Health Centre, Ward No.- 03, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-65/24-25
Tender ID : 2024_MAD_724602_1 • Estimated Amount : 2,73,445/-

4) Name of the Work: Surrounding Sewerage Pit by Ms Fencing near Bidhannagar Sewerage Pump House Ward- 27, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-27/24-25
Tender ID : 2024_MAD_724571_1 • Estimated Amount : 1,60,745/-

5) Name of the Work: Cleaning Silt, Removal of Filthy Material, Rubbish from Kaccha Drain at Kabiguru 1st Stoppage and Repairing of Drain 3 No. Rittick Ghatak, Ward- 22.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-29/24-25
Tender ID : 2024_MAD_724546_1 • Estimated Amount : 2,00,811/-

Last Date : 08th August 2024, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE,
Govt. Of W.B., Posted at DMC

Tender Notice
On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
1	Construction of CC Road	**1)** From the house of Mrityunjay Pahari towards House of Balai Patra, NIT -387/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 174453.00
2	Construction of Double soling BP Road	**1)** From the house of Manoranjan Das towards Hari Mandir, NIT -386/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 219199.00. **2)** From the house of Gurupada Bag towards House of Nitai Maity , NIT -385/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 166947.00. **3)** From the house of Robin Patra towards house of Sukdeb Mondal, NIT -384/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 215794.00
3	Repairing of BP Road	**1)** From the house of Balai Jana towards House of Bhikari Samanata, NIT - 383/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 169610.00
4	Sinking of tubewell	**1)**Near house of Balai Bhunia, NIT -382/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **2)**Near house of Samar Khatua, NIT -381/ 15th FC Tied/NIT/ BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **3)** Near house of Kartik Jana, NIT - 380/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **4)** Near house of Bisalakshmi Mandir Dakshinpara Brajaballavpur , NIT -379/ 15th FC Tied/NIT/ BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **5)**Near house of Binodh Das, NIT - 378/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **6)**Near shop of Probodh Maity, NIT -377/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **7)**Near house of Ashoke Bagari, NIT -376/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **8)** Near house of Kabita Patra, NIT - 375/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **9)**Near house of Pravat Jana, NIT -374/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00 .**10)** Near house of Nishikanta Maity, NIT -373/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00. **11)**Near house of Bhim Bhunia, NIT -372/ 15th FC Tied/NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 62394.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-4 is: 05/08/2024 2-00 p.m.
For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

---

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/BIR/MAY1/KAN/29/2024-25 & WB/BIR/MAY1/KAN/30/2024-25** dated **26/07/2024** bid submission date is **29/07/2024 from 5:00 PM** to Last date **13/08/2024 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-, Prodhan
Kanachi Gram Panchayat

TITAGARH

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড
(পূর্বতন টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬,
যোগাযোগ : +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮২৩
ওয়েবসাইট : www.titagarh.in ইমেল : investors@titagarh.in

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড (পুরনো টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড) ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ২৭ আগস্ট, ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলি মেনে, সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সহ পড়ুন এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সম্মিলিতভাবে 'সেবি সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়') দ্বারা জারি করা ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের নোটিশে নির্ধারিত বিষয়গুলি সম্পাদন করার জন্য ২৭তম এজিএম নোটিশ, যা সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে আলাদাভাবে পাঠানো হবে।

উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২৭ তম এজিএম এবং আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ এর বার্ষিক রিপোর্টের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপিগুলি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ২৬ শে জুলাই, ২০২৪ তারিখে। ২৭ তম এজিএম এবং আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ এর বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ করা হবে যেমন **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** পাশাপাশি, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.evoting.nsdl.com**।

কোম্পানির (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন বিধি), ২০১৪-এর রুল ২০ সাথে পঠিত আইনের ১০৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, ২৭তম এজিএম-এ বিবেচনার জন্য রেজোলিউশনগুলি দূরবর্তী ই-ভোটিং (অর্থাৎ, এজিএমের আগে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং, যার জন্য কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') এর পরিষেবা নিযুক্ত করা হয়েছে।

যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের কোম্পানি এবং/অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে এটি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি. ('এমডিপিএল') সদস্যদের তাদের নাম, ডাক ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বরের পরিবর্তন অবিলম্বে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যদি শেয়ারগুলি তাদের কাছে ইলেকট্রনিক আকারে থাকে এবং কোম্পানির আর এবং টি এজেন্টকে অর্থাৎ 'এমডিপিএল' যদি শেয়ার থাকে SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 তারিখ ৩ নভেম্বর ২০২১ অনুযায়ী নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য ফর্মগুলিতে আরটিএ-এর ওয়েবসাইটে https//mdpl.in/form-এ উপলব্ধ ভৌত আকারে। ই-ভোটিংয়ের জন্য নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং লগইন আইডি/পাসওয়ার্ড পেতে যোগাযোগ করুন। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ফোন ০৩৩ ২২৪৩৫০২৯/২২৪৮২২৪৮, ইমেল mdpldc@yahoo.com-এ এমডিপিএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

উপরোক্ত তথ্য কোম্পানির সকল সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড'এর পক্ষে
(পূর্বতন টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)
স্থান : কলকাতা — স্বা/-
তারিখ : ৩০.০৭.২০২৪ — **দীনেশ আর্য**
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার

---

hindware
home innovation limited

হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড
CIN : L74999WB2017PLC222970
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১ -৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪/০৭
ইমেল: investors@hindwarehomes.com
ওয়েবসাইট: www.hindwarehomes.com

ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে দুপুর ১:৩০টায় (আইএসটি) ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা মেনে, তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ সার্কুলার') কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩, সিকুউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলার') কর্তৃক ইস্যুকৃত।

উপরে উল্লিখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনসহ ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সেই সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে প্রেরণ করা হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ('ডিপি') নিবন্ধিত। সিডিএসএল কর্তৃক প্রদত্ত ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সদস্যরা এজিএমে যোগদান এবং অংশ নিতে পারেন, যার বিশদ বিবরণ কোম্পানি কর্তৃক উল্লিখিত এজিএমের নোটিশে সরবরাহ করা হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

এজিএমের আগে এবং এজিএম চলাকালীন সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনের উপর সদস্যরা তাদের ভোট দিতে পারেন, যার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

এজিএম, আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য কোম্পানির ৭ম বার্ষিক প্রতিবেদনের ই-কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.hindwarehomes.com এবং সিডিএসএলের ওয়েবাইট অর্থাৎ https://www.evotingindia.com-তে পাওয়া যাবে। উল্লিখিত এজিএমের বিজ্ঞপ্তি স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটগুলিতেও উপলব্ধ হবে যার উপর কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ www.nseindia.com এবং www.bseindia.com-তে।

সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, এজিএমের বিজ্ঞপ্তির কোনও শারীরিক অনুলিপি এবং উপরোক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন কোনও সদস্যের কাছে প্রেরণ করা হবে না। যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তাদের কোম্পানির কাছ থেকে ই-কমিউনিকেশন পেতে কোম্পানি/আরটিএ-তে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য সদস্যদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

- ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য : অনুগ্রহ করে http://mdpl.in/form দেখুন এবং এরপরে নির্দেশিত হিসাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন। কোম্পানির ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পরে ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করা সদস্যরা নোটিশটির সফট কপি এবং এই এজিএমের জন্য ই-ভোটিং সক্ষম করার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডসহ রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতির জন্য অনুরোধ করতে পারেন। কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্য কোম্পানির আরটিএ-র mdpldc@yahoo.com-তে লিখতে পারেন।
- ডিম্যাট ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য : সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে অনুগ্রহ করে তাদের ডিপি-র সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের ডিপি দ্বারা পরামর্শ দেওয়া প্রক্রিয়া অনুযায়ী তাদের ডিম্যাট আকাউন্টে ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করুন।

ডিরেক্টর বোর্ড ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ০.৪০ (অর্থাৎ ২০ শতাংশ) ডিভিডেন্ড সুপারিশ করেছে। ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে কার্যকর সাপেক্ষে, সেবির পক্ষে নির্ধারিত হয়েছে যে, শেয়ারহোল্ডারগণ যারা ফিজিক্যাল মোডে রেখেছেন এবং যাদের ফোলিও হালসুরত করা হয়নি কেওয়াইসি বিস্তারিত দ্বারা যেমন, ক) প্যান, খ) নমিনেশন পছন্দ, গ) যোগাযোগের বিস্তারিত, ঘ) মোবাইল নং, ঙ) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত এবং চ) স্বাক্ষর, তারাই কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবেন। সুতরাং ডিভিডেন্ড প্রদান, এজিএম অনুমোদন সাপেক্ষে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারহোল্ডারধারীদের প্রদান করা হবে উক্ত বিস্তারিত মতে ফোলিও হালসুরত করার পরই। শেয়ারহোল্ডাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, কোম্পানির আরটিএ, মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, mdpldc@yahoo.com তে লিখিত অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের কেওয়াইসি ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে। উক্ত হালসুরত করার জন্য ফর্ম https://www.hindwarehomes.com/furnishing-of-pan-and-kyc-details-and-nomination-by-holders-of-physical-securities.php. পাওয়া যাবে। ডিমাট আকারে শেয়ারধারীদের তাদের ডিপিএর এর সঙ্গে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত সম্পাদন করতে।

কোম্পানি কর্তৃক সদস্যদের ডিভিডেন্ড প্রদান কর সাপেক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কারণে সদস্যগণকে প্রদেয় ডিভিডেন্ড এর ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কেটে (টিডিএস) নিতে হবে নির্ধারিত হারে ১৯৬১ (আইটি আইন)সালের আয়কর আইন অনুযায়ী। সাধারণভাবে, টিডিএস আবশ্যকতা পালনের ক্ষেত্রে সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে,তাদের বসবাসের অবস্থান, প্যান, ডিপির সহিত তাদের ক্যাটাগরি আইটি আইন অনুযায়ী বা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারণ করলে কোম্পানি/আরটিএ তে ২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার মধ্যে উক্ত ই-মেল আইডিতে ইমেল মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নথিতথ্য পাঠিয়ে সম্পাদন করতে হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পায়েল এম পুরি
স্থান : কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ৩০ জুলাই ২০২৪ — মেম্বারশিপ নং **A16068**

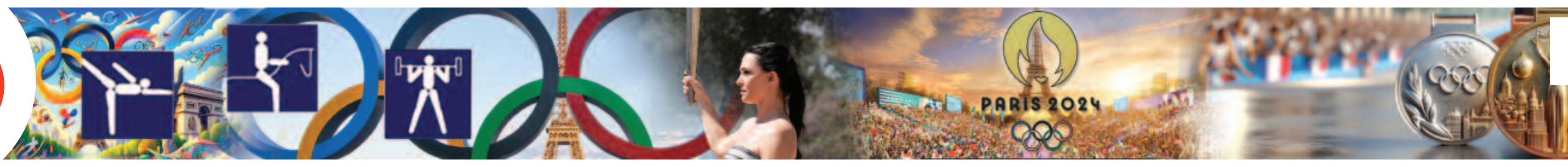

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 52, KOLKATA, WEDNESDAY
31 JULY 2024, PAGE 8
কলকাতা ৩১ জুলাই ২০২৪

প্যারিসে ভারতের মনু'মেন্ট, চুরমার ১২৪ বছরের রেকর্ড

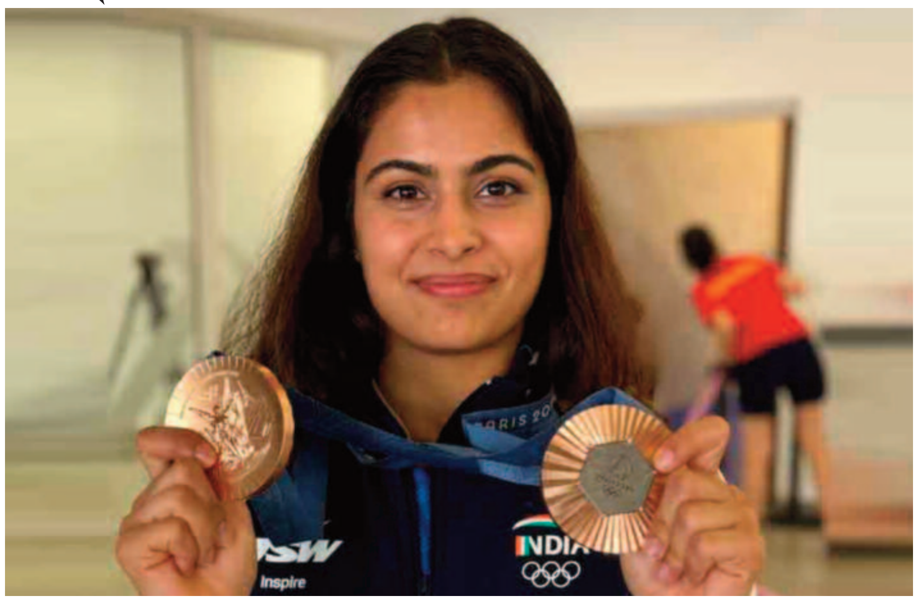

প্যারিস, ৩০ জুলাই: চলতি অলিম্পিকে দ্বিতীয় পদক পেল ভারত। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতল মনু ভাকের-সরবজ্যোত সিং জুটি। সেই সঙ্গে ইতিহাস গড়লেন মনু। স্বাধীনতার পরে একমাত্র ভারতীয় হিসাবে একই অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতলেন হরিয়ানার শুটার। ব্রোঞ্জ মেডেলের ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ১৬-১০ ফলে হারিয়েছে ভারতীয় জুটি।

মঙ্গলবার পদক জয়ের ম্যাচে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ভারতের। প্রথম শটেই কোরিয়ার থেকে পিছিয়ে পড়েন মনুরা। তবে দ্বিতীয় শট থেকে ভারতীয় জুটির দুরন্ত কামব্যাক। প্রথম পাঁচ শটের পর ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে ফেলে ভারত। মাঝখানে কয়েকটা শট খারাপ হলেও লাগাতার ১০-এর বেশি স্কোর করেছেন মনুরা। শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে কোরিয়াকে হারিয়ে ভারতকে চলতি অলিম্পিকের দ্বিতীয় পদক এনে দিলেন মনু-সরবজ্যোত।

পদক জিতে অনন্য নজির গড়লেন হরিয়ানার তরুণ শুটার। স্বাধীনতার পরে একমাত্র ভারতীয় হিসাবে একই অলিম্পিক থেকে দুটি পদক জেতার রেকর্ড গড়লেন মনু। ১৯০০ সালে ভারতীয় হিসাবে এই নজির ছিল নর্ম্যান প্রিচার্ডের। সেবার অলিম্পিকে অ্যাথলেটিক্স থেকে দুটি রুপো জিতেছিলেন তিনি। তবে সেসময় ভারত ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে আর কোনও ভারতীয় ক্রীড়াবিদ একই অলিম্পিক থেকে জোড়া পদক নিয়ে দেশে ফিরতে পারেননি। সেই 'অসাধ্য' সাধন করলেন ভারতের শুটার।

চলতি অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতে আরও এক রেকর্ডের মালিক হয়েছেন মনু। সুশীল কুমার এবং পিভি সিন্ধুর সঙ্গে একসারিতে বসলেন তিনি। স্বাধীনতার পরে কেবল এই দুই তারকাই দুটি করে পদক পেয়েছেন অলিম্পিকে। ২০০৮ সালে বেজিংয়ে ব্রোঞ্জের পর ২০১২ সালে লন্ডনে রুপো পেয়েছিলেন কুস্তিগির সুশীল কুমার। অন্যদিকে, ২০১৬ রিওতে রুপোর পরে ২০২০ টোকিওতে ব্রোঞ্জ এসেছিল সিন্ধুর ঝুলিতে। কিন্তু একই অলিম্পিকে দুটি পদক জিতে দুই পূর্বসূরিকে ছুঁয়ে ফেললেন মনু। চলতি অলিম্পিকে আবারও পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর।

গুরুদ্বারে গিয়ে পুত্রের সাফল্যে মাতলেন সরবজ্যোতের বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পদক জিতেছেন সরবজ্যোৎ সিংহও। অলিম্পিক্সে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মনু ও সরবজ্যোৎ। তাঁরা যখন পদক জিতছেন তখন তাঁদের বাড়িতে দেখা গেল আলাদা আলাদা ছবি। কন্যার পদক জয়ের ম্যাচই দেখেননি মনুর মা। অন্য দিকে সরবজ্যোতের বাবা জানিয়েছেন, তিনি গুরুদ্বারে গিয়ে পুত্রের সাফল্য উদ্ যাপন করবেন।

সরবজ্যোৎ ব্যক্তিগত ইভেন্টে না পারলেও মিক্সড ইভেন্টে পদক জিতেছেন। তাঁর বাবা জতিন্দর সিংহ সংবাদমাধ্যমে বলেন, তআগের ম্যাচটাতে ও হেরেছিল। মনুর সঙ্গে জুটিতে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতেছে। আমার ছেলে অলিম্পিক্সে পদক জিতেছে। এর থেকে সুখের মুহূর্ত কী হতে পারে। অম্বালার সকলকে শুভেচ্ছা। আমি সোজা গুরুদ্বারে যাব। সেখানে লঙ্গরে অংশ নেব। তার পর বাড়িতে আসব। অনেক আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বাড়িতে আসবে। সকলে মিলে আনন্দ করব।দ মনুর মতো সরবজ্যোৎকেও ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

অলিম্পিক্স অভিযান এখনও শেষ হয়নি মনুর। এর পরে ২৫ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে নামবেন তিনি। অর্থাৎ, অলিম্পিক্স থেকে আরও একটি পদক আনতে পারেন তিনি। সে ক্ষেত্রে প্যারিসে পদকের হ্যাটট্রিক করবেন ভারতীয় শুটার।

চৌদ্দ ও ষোলোতেই সোনার হাসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দারা তোরেসের নাম আপনি না,ও শুনে থাকতে পারেন। অলিম্পিকে ১২ পদকজয়ী, একসময় সাঁতারে তিনটি ইভেন্টে বিশ্ব রেকর্ডও ছিল তাঁর দখলে। প্রথম সাঁতারু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন পাঁচটি অলিম্পিকে। তাঁর কথাটা অলিম্পিকে শুধু কিশোর,কিশোরী নয়, বাকি অ্যাথলেটদেরও অনুপ্রাণিত করতে পারে, 'তোমার স্বপ্নকে কখনো বয়স দিয়ে বেঁধো না!'

অলিম্পিক সেই ভুল করার জায়গাও না। সোনার স্বপ্ন দেখতে এবং তা বাস্তবায়নে সেখানে বয়স কোনো বাধা নয়। কিছু ডিসিপ্লিন তো এমন যেখানে কিশোর,কিশোরীদের প্রাধান্য; যেমন জিমন্যাস্টিকস। আর প্রতি আসরের মতো এবার প্যারিসেও আলো ছড়াতে শুরু করেছে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের ব্র্যাকেটে বন্দী 'টিনএজ' অ্যাথলেটরা। এই বয়সের সীমারেখায় কতজন অলিম্পিয়ান প্যারিসে অংশ নিয়েছেন, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে একটি উদাহরণ দিয়ে মাত্রাটা বোঝানো যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ৫৯২ সদস্যের অলিম্পিক বহরে শুধু টিনএজ অলিম্পিয়ানই ৩২ জন। এরই মধ্যে সোনাও জিততে শুরু করেছেন কেউ কেউ।

জাপানের ১৪ বছর বয়সী কোকো ইয়োশিজাওয়ার কথাই ধরুন। এরই মধ্যে সে জাপানের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিক সোনাজয়ী। গত পরশু মেয়েদের স্ট্রিট স্কেটবোর্ডে 'অল টিনএজ' ফাইনালে সোনা জিতেছে ইয়োশিজাওয়া। রুপাজয়ী জাপানেরই লিজ আকামার বয়স ১৫ বছর এবং ব্রোঞ্জজয়ী ব্রাজিলের রায়সা লিয়েলের ১৬। অর্থাৎ ১৪,তে সোনা, ১৫,তে রুপা এবং ১৬,তে ব্রোঞ্জ।

অলিম্পিক ময়দানের বাইরে ইয়োশিজাওয়া সেই কিশোরীদের মতোই, যে মজার খাবার এবং দর্শনীয় সব স্থানে ঘুরতে চায়। সোনা জয়ের পর ইয়োশিজাওয়া যেমন বলেছে, জয়টা উদ্ যাপন করতে সে 'র্যা মেন' খেতে চাওয়ার পাশাপাশি 'ডিজনিল্যান্ডে' ঘুরতে যেতে চেয়েছিল। শুধু কি তাই, ইয়োশিজাওয়ার পরবর্তী লক্ষ্য হলো স্কেটবোর্ডে চড়ে প্যারিস শহরটি ভালো করে ঘুরে দেখা।

২০২১ সালে অনুষ্ঠিত টোকিও অলিম্পিকে জাপানের সর্বকনিষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসেবে এই একই ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন মোমিজি নিশিয়া। টিভিতে সেই জয় দেখা ইয়োশিজাওয়া তখন জানতেন না এটা অলিম্পিক গেমস! কিন্তু ১৩ বছর বয়সী মোমিজি তখন যে 'ট্রিক' (ফ্রন্টসাইড ব্রডসাইড স্পিন) দেখিয়ে সোনা জিতেছিলেন, সেটা তখনই আয়ত্ত করেছিলেন ষষ্ঠ গ্রেডে পড়া ইয়োশিজাওয়া। বাবা তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'কৌশল তো একই। তুমিও হয়তো একদিন অলিম্পিকে খেলবে।'

ভাইকে দেখে ৭ বছর বয়সে স্কেটবোর্ডিংয়ে যাত্রা শুরু ইয়োশিজাওয়ার। শুরুতে খেলাটা তার ভালো লাগত না, 'ঘৃণা করতাম। পড়ে গেলে ব্যথা লাগত। ভাবতাম, লোকে কেন এটা খেলে!' দুনিয়াজুড়ে কোভিড মহামারি শুরুর পর এই খেলায় সিরিয়াস হয় সে। কারণ? বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন না। বাবা মুঠোফোনও ছুঁতে দিতেন না। সময় তো কাটাতে হবে! শুরু হয় পার্কে প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা করে অনুশীলন। ধীরে ধীরে উন্নতির গ্রাফে চড়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে পঞ্চম হয়ে ইয়োশিজাওয়া টিকিট পেয়ে যায় প্যারিস অলিম্পিকের। বাকিটা আপনি জানেন।

তবে যে বিষয়টি আপনি না,ও জানতে পারেন, স্কেটবোর্ডিং কম বয়সীদের খেলা;ইয়োশিজাওয়া এই প্রতিষ্ঠিত ধারণা ভেঙে ফেলতে চান। জুনিয়র হাইস্কুলে তৃতীয় বর্ষে পড়া এই স্কেটবোর্ডার বিজয়মঞ্চেই বলেছেন, 'স্কেটবোর্ডারদের ব্যাপ্তি কম এবং গড় বয়সও কম হয়। আমি এই মানসিকতা পাল্টে প্রমাণ করতে চাই, বেশি বয়সেও অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি।'

ইয়োশিজাওয়ার গল্প থেকে বেরিয়ে আপনি বান হিওজিনের গল্পও শুনতে পারেন। ১৬ বছর বয়সী এই দক্ষিণ কোরিয়ান কিশোরী গতকাল মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে অলিম্পিক রেকর্ড ছুঁয়ে সোনা জিতেছেন। তাঁর গা থেকেও স্কুলের গন্ধ যায়নি। হাইস্কুলপড়ুয়া। এই বয়সে অলিম্পিকে দেশকে ১০০তম পদক এনে দেওয়ার; সেটাও যদি হয় সোনা আর জয়ের ব্যবধানও মাত্র .১;গৌরব বোঝার মতো বয়সই তো তাঁর হয়নি! কাঁচা বয়সের আবেগটাও কাঁচা। সোনা জয় নিশ্চিতের পর ভিজেছে চোখ। পরিবারকে দেশে রেখে এসে এই বয়সে অলিম্পিকের চাপ কাঁধে নিয়ে দেশকে জেতানো তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ২০২১ সালের আগে শুটিংয়ের সঙ্গে বানের পরিচয় ছিল না। তখন দেগুর স্কুলে খেলতেন তায়কোয়ান্দো। এক বন্ধু তাঁকে স্কুলের শুটিং দলে চেষ্টা করে দেখতে বলেছিল। দুই সপ্তাহর পর বান স্কুলের শুটিং দলে জায়গা পাওয়ার পর বুঝতে পারেন এই খেলায় তার 'কিছুটা হলেও প্রতিভা আছে।' কিন্তু তিন বছরের মধ্যে 'অলিম্পিকে উঠে আসবেন, সোনা জিতবেন;তখন এমন কিছু একবারও ভাবেননি'। তবে স্বপ্ন তো ছিলই।

বান সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই আজ এই উচ্চতায়, যাকে বয়স দিয়ে বাঁধা যায় না!

হকিতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় ভারতের, কোয়ার্টার ফাইনালের পথে আরও এক ধাপ হরমনপ্রীতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক্স হকিতে দ্বিতীয় জয় পেল ভারতীয় দল। পুলের (গ্রুপ) তৃতীয় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারালেন হরমনপ্রীত সিংহেরা। দু'টি গোলই এসেছে অধিনায়কের স্টিক থেকে। মঙ্গলবারের জয়ের সুবাদে অলিম্পিক্স হকির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জায়গায় থাকল ভারত।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের জয় প্রত্যাশিতই ছিল। নিউ জল্যিান্ড এবং আর্জেন্টিনা ম্যাচের ভুলগুলি অনেকটাই শুধরে নিয়ে এ দিন নেমেছিল ভারতীয় দল। যদিও প্রতিপক্ষের 'ডি'র মধ্যে দুর্বলতা দেখা গিয়েছে। আইরিশদের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন হরমনপ্রীতেরা। দ্রুত সুফলও পান তাঁরা। ১১ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। ১৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে তিনিই ব্যবধান বৃদ্ধি করেন। পেনাল্টি কর্নার মারার ক্ষেত্রেও বিশেষ মুনশিয়ানা দেখাতে পারেনি ভারতীয় দল।

২-০ এগিয়ে যাওয়ার পরও আক্রমণের ঝাঁজ কমায়নি ভারতীয় দল। যদিও ব্যবধান বৃদ্ধি করতে পারেনি ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা। ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতা বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে সমস্যায় ফেলতে পারে ভারতীয় দলকে। কারণ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ ঠিক হবে পুলে ভারতীয় দলের অবস্থানের উপর। প্রথম দু'দলের মধ্যে শেষ করতে পারলে শেষ আটের লড়াইয়ে তুলনায় সহজ প্রতিপক্ষ পেতে পারেন হরমনপ্রীতেরা। আয়ারল্যান্ডকে হারানোর পর ভারতীয় দলের অধিনায়ক মেনে নিয়েছেন দলের খেলার খামতি রয়েছে। হরমনপ্রীত বলেছেন, "বেশ কিছু জায়গায় উন্নতির সুযোগ রয়েছে আমাদের। ভুলভ্রান্তি আরও কমাতে হবে। আরও কঠিন ম্যাচ রয়েছে আমাদের সামনে। তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী।" উল্লেখ্য, ১ অগস্ট ভারতের পরের প্রতিপক্ষ গত বারের সোনাজয়ী বেলজিয়াম।

৩০ জুলাই ২০২৪, ক্লাবের ১০৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস কে সামনে রেখে ক্লাব তাঁবুতে এক বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল জ্জ উপস্থিত ছিলেন শ্রী অরূপ রায়, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিধায়ক শ্রী অশোক দেব জ্জ ছিলেন ক্লাব সভাপতি শ্রী মুরারি লাল লোহিয়া, সচিব শ্রী রূপক সাহা, সহ সচিব ডাঃ শান্তি রঞ্জন দাশগুপ্ত, ফুটবল সচিব শ্রী সৈকত গাঙ্গুলি, মাঠ সচিব শ্রী রজত গুহ, অর্থ সচিব শ্রী সদানন্দ মুখার্জি, শ্রী দেবব্রত সরকার ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ জ্জ আগামী ১ লা আগস্ট ক্লাবের ১০৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ওই দিন বাংলার বিভিন্ন জেলায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করেছে ক্লাব।

টালিগঞ্জকে পাঁচ গোল সবুজ-মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: থামানো যাচ্ছে না সুহেল ভাটকে। কলকাতা লিগ হোক বা ডুরান্ড কাপ, সব জায়গাতেই নিয়মিত গোল করে চলেছেন তিনি। দু'দিন আগে ডুরান্ড কাপে তাঁর গোলে জিতেছিল মোহনবাগান। মঙ্গলবার কলকাতা লিগে হ্যাটট্রিক করলেন কাশ্মীরের সুহেল। টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৫-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। চলতি মরসুমে আট গোল হয়ে গেল সুহেলের।

ম্যাচের শুরু থেকে ভাল খেলতে থাকে মোহনবাগান। বেশ কয়েক বার বিপক্ষের গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। কিন্তু এই ম্যাচেও গোলের সুযোগ হাতছাড়া করতে থাকে একের পর এক। ডেগি কার্ডোজমের ছেলেদের সুযোগ নষ্টের প্রবণতা এই ম্যাচেও কাটেনি।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে পাওয়া যায় অন্য মোহনবাগানকে। ৫১ মিনিটে প্রীতম খাটুয়ার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। নিজের দলের কিপারকে পাস দিতে গিয়ে বল নিজেদেরই জালে জড়িয়ে দেন তিনি। এর পর একটানা আক্রমণের ঝড়ে পর পর কতগুলি গোল করে মোহনবাগান। ৫৯, ৬৩ এবং ৭০ মিনিটে পর পর তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক করেন সুহেল।

পরের দিকে টালিগঞ্জের শামিম একটি গোল করেন। কিন্তু সেটা যথেষ্ট ছিল না। সংযুক্তি সময়ে সালাউদ্দিন পঞ্চম গোল করে টালিগঞ্জের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন।

কলকাতা লিগে এখন ছয় ম্যাচ খেলে মোহনবাগানের নয় পয়েন্ট। রয়েছে পঞ্চম স্থানে। তবে সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে আরও কয়েকটি ম্যাচ জিততে হবে সবুজ-মেরুনকে।

'টার্মিনেটর' টিটমাস আর 'ডলফিন' ও'কালাহান, বন্ধু তুমি, শত্রু তুমি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরপর তিনটি দৃশ্য। দেখলে কিংবা বর্ণনা করলে মুহূর্তগুলোর মাধুর্যটা ধরা যায়।

প্রথম দৃশ্য। সাঁতার পুলে কিছুক্ষণ আগেই আরিয়ার্নে টিটমাস ও মলি ও'কালাহানের ধুন্ধুমার লড়াই শেষ হয়েছে। নতুন অলিম্পিক রেকর্ড গড়ে (১ মিনিট ৫৩.২৭ সেকেন্ড) সোনা জিতেছেন মলি ও'কালাহান। বলা যায়, মেয়েদের ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে তাঁর কানের পাশ দিয়ে 'টিটমাস গুলি' গেছে। সর্বশেষ অলিম্পিকে এ ইভেন্টে টিটমাস ছিলেন চ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিক রেকর্ড ও বিশ্ব রেকর্ডও ছিল তাঁর দখলে। কিন্তু মাত্র দুই মিনিটের ব্যবধানে টিটমাসের এ 'পৃথিবী' ওলট-পালট!

কাল টিটমাসকে মাত্র ০.৫৪ সেকেন্ড ব্যবধানে পেছনে ফেললেন মলি ও'কালাহান। তাতে এই ইভেন্টে তাঁর সোনা এবং অলিম্পিক রেকর্ডও হয়ে গেল। এমনিতে ও'কালাহান টিটমাসেরই অস্ট্রেলিয়ান সতীর্থ। শুধু সতীর্থ বললে ভুল হবে। দুজন একই কোচের (ডিন বোক্সাল) শিষ্য, অনুশীলনসঙ্গী এবং বন্ধুও। এই দুজনের অমন লড়াইয়ের পর জন্ম নিল দৃশ্যগুলো। অলিম্পিকে লোকে যা দেখে চোখ জুড়াতে চায়, তেমন দৃশ্য।

সাঁতার শেষে টিটমাসের চোখেমুখে হতাশার লেশমাত্র নেই! পুলেই জড়িয়ে ধরেন ও'কালাহানকে। প্রথম দৃশ্যের অবতারণা এখানেই।

দ্বিতীয় দৃশ্যটি ধরিয়ে দিয়েছেন 'থর্পেডো'খ্যাত ইয়ান থর্প। অলিম্পিক সাঁতারে পাঁচটি সোনাজয়ী অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ফক্স স্পোর্টসকে বলেছেন, 'পুল থেকে ডেকে ওঠার পর মলি ও'কালাহান যখন দুই হাত তুলে ধরল, তখন আরিয়ার্নে টিটমাস তাকে জড়িয়ে ধরে।'

তৃতীয় দৃশ্যটি এতক্ষণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে আসার কথা। মলি যেহেতু সোনা জিতেছেন, তাই বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন সবচেয়ে ওপরের ধাপে। কিন্তু বন্ধুকে নিচে রেখে একা একা সেখানে দাঁড়াতে হয়তো তাঁর ভালো লাগছিল না। তাই ডেকে নেন টিটমাসকে। বর্তমান সময়ে অন্যতম সেরা দুই সাঁতারু যখন বিজয়মঞ্চে সবচেয়ে উঁচু ধাপে একসঙ্গে দাঁড়ালেন, চ্যানেল নাইনের ধারাভাষ্যকার ম্যাট থম্পসন বলে উঠলেন, 'মলির আরেকটি ক্ল্যাসিদ ছোঁয়া। মঞ্চে সোনা জয়ের জায়গাটি সে ভাগ করে নিয়েছে।'

টিটমাসকে নিশ্চয়ই আপনার জানা। এ মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারের 'সাইনবোর্ড'। এবারের প্যারিস অলিম্পিকে ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে 'রেস অব দ্য সেঞ্চুরি'তে যুক্তরাষ্ট্রের জায়ান্ট কেটি লেডিকিকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন। গত ১০০ বছরে ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে টানা দুটি অলিম্পক সোনাজয়ী প্রথম নারীও টিটমাস। বাইরে যতই বন্ধুত্ব থাক, পুলের এই দৈত্যই যখন প্রতিদ্বন্দ্বী, তখন মলির ভাবনা কী? টিটমাস কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী যে-ই হোক, মলির ভাবনা একটাই, 'চ্যালেঞ্জ তো নিতেই হবে। হয় আপনি পালাবেন, নয় লড়াই করবেন। আমি লড়াই বেছে নিয়েছি।'

সেই লড়াই শেষে অবশ্য দুজন আবার বন্ধু। মলি তাঁর বন্ধুর প্রাপ্য প্রশংসাই করলেন, 'সবার সঙ্গে থাকতে পারা এবং আরিয়ার্নের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারা আমার জন্য সম্মানের। সে দুর্দান্ত। পশুর মতো সাঁতরায়। দারুণ একটি দলের অংশ হওয়া এবং তার সঙ্গে অনুশীলন করতে পারাও আমার জন্য সম্মানের।'

সম্মানের কথাই যেহেতু উঠল, তাই দৃশ্যপটে সবার আগে আনতে হয় মলির মা টনিকে। মলি সোনা জয়ের পর মা তাঁকে জড়িয়ে ধরে কিছু একটা বলেছেন। সংবাদকর্মীরা সে প্রসঙ্গে জানতে চাইলে টনি বলেছেন, 'কতটা গর্বিত, সেটা বলেছি। কয়েক সপ্তাহ ওর সঙ্গে কথা বলিনি। চেয়েছিলাম, নিজের কাজটা সে ভালোভাবে করুক।' ওদিকে মলির সামনে সংবাদকর্মীরা তাঁর মা, বাবার প্রসঙ্গ তুলতে তিনি কেঁদেই ফেললেন। কারণটা শুনুন তাঁর মুখেই, 'মা,বাবাকে দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারিনি। আমি মূলত তাঁদের জন্য সাঁতরাই। ছোটবেলায় তাঁরা আমার সাঁতারের জন্য অনেক কিছু করেছেন। তাঁরা না থাকলে আমি এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না। কান্না করাটা হয়তো উচিত হয়নি। তবে তাদের পেয়ে আমি সৌভাগ্যবান।'

প্যারিসে মা,বাবাকে পেয়ে মলির নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করাই স্বাভাবিক। ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত টোকিও অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়া দলের সর্বকনিষ্ঠ অ্যাথলেট ছিলেন মলি। তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর। ওই বয়সে মা, বাবাকে কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণা এবং ঝামেলার ব্যাপারে মোটামুটি সবারই কমবেশি অভিজ্ঞতা আছে। ও'কালাহান পরিবার অবশ্য সন্তানের এমন সাফল্যে বসে থাকেনি। মলির এই সোনালি সাফল্য আইরিশ পানশালায় গিয়ে উদ্ যাপন করেছেন টনি ও নিক ও'কালাহান।

মলির অলিম্পিক ক্যারিয়ারে ব্যক্তিগত ইভেন্টে এটি প্রথম সোনার পদক। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে তিনি ছুটেছেন ব্যক্তিগত কারণে নয়, 'সত্যি বলতে, আমি এটা দেশের জন্য করেছি। নিজের জন্য নয়। এই সব মানুষের (অস্ট্রেলিয়ান) জন্য আমি সাঁতরাই।'

তো, এসব মানুষের আওতায় তো টিটমাসও পড়েন। মলিকে তিনি যতই জড়িয়ে ধরেন, ভেতরে, ভেতরে হৃদয় তো ভেঙেছেই। পরপর দুটি 'গোল্ডেন ডাবল' জয়ের সুযোগটা যে মলির জন্যই হাতছাড়া হলো! টিটমাসেরও তাই চোখ ভিজেছে। কিন্তু মলির চেয়ে যেহেতু বয়সে বড়, সতীর্থ হিসেবেও সিনিয়র, তাই ২৩ বছর বয়সী এই সাঁতারুর কথায় কষ্ট অনূদিত হওয়ার চেয়ে অভিজ্ঞতাই ফুটল বেশি, 'এ আনন্দাশ্রু। এমন পরিস্থিতিতে আবেগ ধরে রাখা কঠিন। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হলে কেমন লাগে, আমি জানি। মলির জন্য সত্যিই আমার খুব ভালো লাগছে।'

টিটমাসের এই সুখানুভূতির ব্যাখ্যাটা অলিম্পিক শুরুর আগেই দিয়ে রেখেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতার দলের সবাই বিশ্বাস করেন, ও'কালাহানের মধ্যে কিছু একটা আছে! অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দুই সাঁতারু এমা ম্যাককিওন ও স্টেফানি রাইসকে কোচিং করানো মাইকেল বোলের কথা শুনতে পারেন। বোলের সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করা ডিন বোক্সালের ছাত্রীই টিটমাস ও ও'কালাহান। বোল বলেছেন, 'যেভাবে সে সাঁতরায়, যেন পাঠ্যবই। কৌশলগত দিক থেকেও নিখুঁত এবং দারুণ অ্যাথলেট।'

ও'কালাহানকে কাছ থেকে দেখা প্রায় সবাই একটি ব্যাপারে একমত। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মানসিকতা এবং পানিতে 'কিক' করার কৌশল বাকিদের চেয়ে আলাদা। ও'কালাহান সাত বছর বয়সে যখন ব্রিসবেনে ওয়াটারওক্স ক্লাবে সাঁতার শিখতে ভর্তি হয়েছিলেন, তখন তাঁর কোচ ছিলেন পল স্যানসবাই। সেই স্মৃতি স্মরণ করে গত এপ্রিলে গার্ডিয়ানকে স্যানসবাই বলেছিলেন, '(তখন) তার পায়ের পাতার অবস্থা এমন ছিল যে তার মাটিতে হাঁটতে পারার কথা নয়।'

ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ও'কালাহান 'পিজিওন-টোড', অর্থাৎ কবুতরের মতো দুই পায়ের পাতা ভেতরের দিকে রেখে হাঁটতেন। হাঁটু একটি বেশি সম্প্রসারিত হওয়ায় পানির মধ্যে 'কিক' করায় আলাদা শক্তিও পান। স্যানসবাইয়ের ভাষায়, 'সবাই তাকে বলে তপানিতে পিচ্ছিলদ। বাকিরা যতটুকু চেষ্টা করবে, সে একই চেষ্টা করে পানির মধ্যে বাকিদের তুলনায় চার থেকে পাঁচ মিটার দূরত্ব বেশি যেতে পারবে। পানিতে সে প্রচণ্ড দক্ষ। যেন পানিতেই তার জন্ম। অনেকটাই মানবরূপী ডলফিন।'

'তাসমানিয়ান টার্মিনেটর' টিটমাস দুঃখের পর নিশ্চয় খুশিও হয়েছেন। 'টার্মিনেটর',এর হাত থেকে ডলফিন এ যাত্রায় তো বেঁচে গেল। হাজার হোক বন্ধু তো!

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**